POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

আল্লাহ্‌র বাণী

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا
ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ۪
وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ
اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ○

'হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সকলেই পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণে আওতায় প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিও না, সে নিশ্চয় তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।'

(আল-বাকারা: ২০৯)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 3

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

The Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 29

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 19 জুলাই , 2018 5 যুল কাদা 1439 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)বলেছেন: কিশতিয়ে নূহ পুস্তকের 'আমাদের শিক্ষা ' অংশ টুকু প্রত্যেক আহমদীর পড়া উচিত, বরং সম্পূর্ণ বইটিই পড়া উচিত।

আমাদের খোদা অগণিত আশ্চর্য গুণরাজীর অধিকারী। কিন্তু শুধু সেই ব্যক্তিই উহা দর্শন করিতে পারে, যে সততা ও বিশ্বস্ততার সহিত তাঁহার হইয়া যায়।

আমাদের খোদাই আমাদের বেহেশত। আমাদের খোদাতেই আমাদের পরম আনন্দ। কেননা আমি তাঁহাকে দর্শন করিয়াছি এবং সকল প্রকার সৌন্দর্য তাঁহার মধ্যে দেখিতে পাইয়াছি। প্রাণের বিনিময়েও এই সম্পদ লাভ করিবার যোগ্য। এই মণি ক্রয় করিতে যদি সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য নিঃশেষিত হয়, তবুও ইহা ক্রয় করা উচিত।

'কিশতিয়ে নূহ' পুস্তক থেকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

সেই ব্যক্তির দোয়া কিরূপে কবুল হইতে পারে, যে খোদাকে সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান মনে করে না? মহাবিপদের সময় তাহার দোয়া করিবার সাহসই বা কিরূপে হইতে পারে যে ইহাকে প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ মনে করে? কিন্তু হে ভাগ্যবান ব্যক্তিগণ! তোমরা এরূপ করিও না। তোমাদের খোদা, যিনি অগণিত তারকারাজিকে বিনা স্তম্ভে ঝুলাইয়া রাখিয়াছেন, যিনি যমীন ও আসমানকে নিঃসত্তা অবস্থা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। তুমি কি ইহাতে সন্দেহ পোষণ কর যে, তিনি তোমার কার্য সাধন করিতে অপারগ হইবেন?* তোমার এই বিশ্বাসই বরং তোমাকে বঞ্চিত রাখিবে।

আমাদের খোদা অগণিত আশ্চর্য গুণরাজীর অধিকারী। কিন্তু শুধু সেই ব্যক্তিই উহা দর্শন করিতে পারে, যে সততা ও বিশ্বস্ততার সহিত তাঁহার হইয়া যায়। যে ব্যক্তি তাঁহার শক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে না এবং তাঁহার সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত সেবক নহে, তাহাকে তিনি ঐ আশ্চর্য লীলাসমূহ প্রদর্শন করেন না। কত হতভাগ্য সেই ব্যক্তি যে আজও জানে না সে, তাহার এইরূপ এক খোদা আছেন যিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। আমাদের খোদাই আমাদের বেহেশত। আমাদের খোদাতেই আমাদের পরম আনন্দ। কেননা আমি তাঁহাকে দর্শন করিয়াছি এবং সকল প্রকার সৌন্দর্য তাঁহার মধ্যে দেখিতে পাইয়াছি। প্রাণের বিনিময়েও এই সম্পদ লাভ করিবার যোগ্য। এই মণি ক্রয় করিতে যদি সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য নিঃশেষিত হয়, তবুও ইহা ক্রয় করা উচিত। হে (খোদালাভে) বঞ্চিত ব্যক্তিগণ! এই প্রস্রবণের দিকে ধাবিত হও, ইহা তোমাদিগকে প্লাবিত করিয়া দিবে। ইহা জীবনের উৎস যাহা তোমাদিগকে সঞ্জীবিত করিবে। আমি কি করিব এবং কি উপায়ে এই সুসংবাদ তোমাদের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিব? মানুষের শ্রুতিগোচর করিবার জন্য কোন জয়ঢাক দিয়া বাজারে বন্দরে ঘোষণা করিব যে, 'ইনি তোমাদের খোদা' এবং কোন্ ঔষধ দ্বারা আমি চিকিৎসা করিব যাহাতে শুনিবার জন্য তাহাদের কর্ণ উন্মুক্ত হয়?

তোমরা যদি খোদার হইয়া যাও তাহা হইলে নিশ্চয় জানিও যে, খোদা তোমাদেরই। তোমরা নিদ্রিত থাকিবে এবং খোদা তোমাদের জন্য জাগ্রত থাকিবেন, তোমরা শত্রু সম্বন্ধে বেখবর থাকিবে কিন্তু খোদা তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন এবং তাহার ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করিয়া দিবেন। তোমরা এখনও জান না যে, তোমাদের খোদা কত শক্তিশালী! যদি জানিতে, তাহা হইলে দিনেকের তরেও এই সংসারের জন্য বিশেষ চিন্তিত হইতে না। যে ব্যক্তি ধনাগারের মালিক, সে কি কখনও একটি পয়সা নষ্ট হইলে বিলাপ ও চিৎকার করিয়া মরে? সুতরাং তোমরা যদি এই ধনভান্ডার সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকিতে যে, খোদা তোমাদের প্রত্যেক প্রয়োজনের সময়ে কাজে আসিবেন, তাহা হইলে সংসারের জন্য এরূপ আত্মহারা কেন হইতে? খোদা এক প্রিয় সম্পদ তোমরা তাঁহার কদর কর। প্রত্যেক পদে তিনি তোমাদের সহায়ক। তিনি ব্যতিরেকে তোমরা কিছুই নহ এবং তোমাদের পার্থিব উপকরণ ও তদবীর কিছুই নহে।

অন্যান্য জাতির অনুকরণ করিও না, যাহারা সম্পূর্ণরূপে পার্থিব উপকরণের উপর নির্ভরশীল হইয়া গিয়াছে এবং সর্প যেরূপ মৃত্তিকা ভক্ষণ করে, তদ্রুপ তাহারাও হেয় পার্থিব উপকরণের মৃত্তিকা ভক্ষণ করিতেছে। শকুন ও কুকুর যেরূপ মৃতদেহ ভক্ষণ করে, তাহারাও তদ্রুপ মৃতদেহ ভক্ষণ করিতেছে। তাহারা খোদা হইতে বহু দূরে সরিয়া পড়িয়াছে, মানুষকে পূজা করিতেছে, শুকর ভক্ষণ করিয়াছে, পানির মত মদ্যপান করিতেছে এবং অত্যধিক পরিমাণে পার্থিব সম্পদে সম্মোহিত হওয়ায় ও খোদার নিকট হইতে শক্তি প্রার্থনা না করায় তাহাদের (আধ্যাত্মিক) মৃত্যু ঘটিয়েছে। আসমানী রূহ (আধ্যাত্মিকতা) তাহাদের হৃদয় হইতে এমনভাবে বিদায় নিয়াছে, যেমন কবুতর তার পুরাতন নীড় ছাড়িয়া উড়িয়া যায়। তাহাদের অন্তরে সংসার পূজার কুষ্ঠ ব্যাধি রহিয়াছে যাহা তাহাদের অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে খন্ড-বিখন্ড করিয়া দিয়াছে। অতএব, তোমরা এই কুষ্ঠ ব্যাধিকে ভয় কর।

সীমার মধ্যে থাকিয়া উপকরণ অবলম্বন করিতে আমি তোমাদিগকে নিষেধ করি না বরং উহা হইতে নিষেধ করি যে, -অন্যান্য জাতির ন্যায় তোমরা শুধু উপকরণের দাসে পরিণত হও এবং সেই খোদাকে ভুলিয়া যাও যিনি সেই উপকরণসমূহেরও ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। তোমাদের যদি চক্ষু থাকে তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে, খোদা-ই খোদা মাত্র অবশিষ্ট বাকী সবকিছুই তুচ্ছ। তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে তোমরা হস্তকে প্রসারিত করিতে পার না, গুটাইতেও পার না। কোনো (আধ্যাত্মিক) মৃত ব্যক্তি ইহা শুনিয়া হয়ত বিদ্রুপ করিবে। কিন্তু হায়! এইরূপ হাসি-বিদ্রুপ করা অপেক্ষা তাহার মরণই তাহার জন্য শ্রেয়ঃ ছিল। সাবধান! তোমরা অন্যান্য জাতিকে দেখিয়া তাহাদের সহিত এই কারণে পাল্লা দিও না যে, তাহারা পার্থিব পরিকল্পনাদিতে অধিক উন্নতি লাভ করিয়াছে এস আমরাও তাহাদের অনুসরণ করি। শুন এবং স্মরণ রাখ যে, যাহারা তোমাদিগকে পার্থিব সম্পদের দিকে প্রলুব্ধ করিতেছে তাহারা খোদা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং উদাসীন। তাহাদের খোদা কি জিনিষ? তাহাদের খোদা এব দুর্বল মানুষ ছাড়া আর কিছুই নহে। এই জন্য তাহারা উদাসীনতায় উপেক্ষিত। আমি তোমাদিগকে পার্থিব উপার্জন ও কলাকৌশল

এরপর ৭ পাতায়.....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০১৬ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর ডেনমার্ক সফর এবং কর্মব্যস্ততার বিবরণ

(অবশিষ্টাংশ)

১১ই মে, ২০১৬

ওয়াকফীনে নওদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ারের ক্লাস।

হুযুর আনোয়ার মসজিদের পুরুষদের হলে আসেন যেখানে তাঁর সঙ্গে ওয়াকফীনে নও শিশু ও কিশোরদের ক্লাস আরম্ভ হয়। অনুষ্ঠানে সূচনা হয় কুরআন করীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে। তিলাওয়াত করেন স্নেহাশিস আগা বিলাল খান আর এর সুইডিশ অনুবাদ উপস্থাপন করেন উসামা সেলিম। এরপর স্নেহাশিস শাযেব আহমদ চৌধুরী আঁ হযরত (সা.)-এর হাদীস (আরবী) উপস্থাপন করেন আর উর্দু অনুবাদ উপস্থাপন করেন স্নেহাশিস জাযিব আহমদ চৌধুরি।

হযরত আবু হুরাইরা (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: মানুষ রাত্রে ঘুমিয়ে যাওয়ার পর শয়তান তার ঘাড়ের উপর তিনটি বাঁধন দিয়ে দেয়। প্রত্যেকটি বাঁধন দেওয়ার সময় সে বলতে থাকে এখন অনেক রাত, ঘুমিয়ে থাক। কিন্তু যদি সে ঘুম থেকে উঠে যিকরে ইলাহিতে মগ্ন হয়ে পড়ে তবে একটি বাঁধন খুলে যায়। যদি ওজু করে তবে দ্বিতীয় বাঁধনটি খুলে যায় আর যদি নামায পড়ে তবে তৃতীয় বাঁধনটিও খুলে যায়। তখন সে সুস্থ, পবিত্রচিত্ত ও স্ফূর্তিবান হয়ে যায়, অন্যথায় সে কলুষিত চিত্ত ও অলস হয়ে থাকে।

(সহী বুখারী, কিতাবুল জুমা)

এই হাদীসের সুইডিশ অনুবাদ উপস্থাপন করেন স্নেহাশিস আব্দুল মালিক চৌধুরী। এরপর স্নেহাশিস মুহাদ আহমদ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর নযম পরিবেশন করেন।

'লোগো শুনো কি যিন্দা খোদা ও খোদা নেহিঁ, জিসমেঁ হামেশা আদাতে কুদরত নুমা নেহিঁ।'

এররপ স্নেহাশিস নাজিবুর রাশীদ হযরত মসীহ (আ.)-এর বাণীর উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেন।

"আম্বিয়া (আ.)-এর পৃথিবীতে আবির্ভাব, তাঁদের শিক্ষা ও তবলীগের মহান উদ্দেশ্য হল মানুষ যেন খোদা তা'লাকে সনাক্ত করে এবং সেই জীবন থেকে তাদেরকে পরিত্রাণ দেন, যাকে পাপময় জীবন বলা হয়ে এবং জাহান্নাম ও ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। বস্তুতঃ এই দুটি মূল উদ্দেশ্যই তাদের দৃষ্টিতে থাকে। অতএব বর্তমানেও খোদা তা'লা একটি সেলসেলা কায়েম করেছেন আর তিনিই আমাকে আবির্ভুত করেছেন। আমার আগমণের উদ্দেশ্যও সেই অভিন্ন উদ্দেশ্য যা প্রত্যেকে নবীর ছিল। অর্থাৎ আমি বলতে চাই না যে, খোদা কি? বরং আমি দেখাতে চাই এবং পাপ থেকে মুক্তির দিকে পথ-প্রদর্শন করি।"

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৮-৯)

এই উদ্ধৃটির সুইডিশ অনুবাদ উপস্থাপন করেন স্নেহাশিস নাঈম তাহের।

এরপর স্নেহাশিস নামীর আহমদ সুইডেনে ধর্মীয় ইতিহাসের বিষয়ে একটি 'প্রেজেন্টেশন' পেশ রাখেন।

সুইডেনে Vikin-এর রাজত্বকাল ছিল ৮০০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১০০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। এরা বিভিন্ন খোদার উপর বিশ্বাস রাখত। ৬২৩ খৃষ্টাব্দে ইসলামের সূচনা হওয়ার পর তা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে বিস্তার লাভ করছিল, কিন্তু তখনও ইউরোপ ইসলাম দ্বারা প্রভাবিত হয় নি। সেই সময় খৃষ্টবাদের চরম প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল, কিন্তু প্রারম্ভে খৃষ্টবাদ সুইডেনে শিকড় জমাতে পারে নি। ওয়াইকিনের পক্ষ থেকে লাঞ্ছনার সম্মুখীন হতে হয়; কিন্তু এই লাঞ্ছনা বেশি দিন সহ্য করতে হয় নি। কিছুকাল পর এখানেও খৃষ্টবাদের দ্রুত বিস্তার লাভ করতে থাকে, এমনকি ১০০৮ সালে সুইডেনের সম্রাটও খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন আর খৃষ্টবাদ ক্রমে এদেশের রাজধর্মে পরিণত হয় এবং আইনানুযায়ী খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করা প্রত্যেক নাগরিকের জন্য অনিবার্য হয়ে পড়ে। ওয়াইকান শক্তিবলে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল না, কিন্তু এই বিরোধীতা বেশি দিন টিকে থাকল না, আর সমগ্র ইউরোপের মত এখানেও খৃষ্টানধর্ম গ্রহণ করা বাধ্যতা মূলক হয়ে পড়ে। এই যুগটি সুইডেনের ইতিহাসের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, এইরূপে সরকার এবং খৃষ্টধর্ম এক হয়ে যায়। এই যুগ দীর্ঘায়িত হতে থাকে আর খৃষ্টধর্মের প্রভাব ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৫০০ খৃষ্টাব্দে সমগ্র ইউরোপে এমন এক বিপ্লব সংঘটিত হয় যা সুইডেনকেও প্রভাবিত করে। এক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল মার্টিন লুথার। সেই যুগের বাদশাহ রাজপাট ও ধর্মকে পৃথক পৃথক করে দেয়। এইরূপে সুইডেনের এক ধর্মনিরেপক্ষ রাজত্ব গড়ে উঠে। চার্চ এই সংকট থেকে রক্ষা পেতে এবং নিজের প্রভাব অক্ষুন্ন রাখতে খৃষ্টধর্মের এক অনন্য সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে, যার সদস্য হওয়া সুইডেনের প্রত্যেক নাগরিকের জন্য অনিবার্য ঘোষণা করা হয়। ১৯৫১ সালে একটি আইনের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয় যে প্রত্যেক নাগরিকের এই সদস্য হওয়া অনিবার্য নয়। এইরূপে মৌলিক অধিকার সমূহে একটি সংশোধন আনা হয় যা অনুসারে প্রত্যেক নাগরিক নিজের পছন্দের ধর্ম অবলম্বন করার অধিকার রাখত। এই আইন পাস হওয়ার পরেই এখানে জামাত আহমদীয়া প্রবেশ করার সুযোগ পায় আর ১৯৭৬ সালে গুয়েটোবার্গে প্রথম মসজিদ নির্মাণের তৌফিক লাভ হয়। ২০০০ সালে এই মসজিদের সম্প্রসারণের সুযোগ হয়। আর এই মসজিদে তিন খলীফা নামায পড়ানোর সুযোগ পান। বর্তমান পরিস্থিতি দেখে মনে হয় যেন সুইডিশ নাগরিকগণের ধর্মের সঙ্গে বৈরিতা তৈরী হয়েছে। এরা খোদার নাম শুনতেও পছন্দ করে না। আর এইভাবে এটি বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম দেশের পরিণত হয়েছে যেখানে ধর্ম খুব কম মেনে চলা হয়।

প্রিয় হুযুর! এখানে ধর্মের খাতা শূন্য। ইনশাআল্লাহ্ এরা অচিরেই ধর্মের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে। হুযুর আনোয়ারের কাছে দোয়ার আবেদন জানাই, আমরা যেন তাদের কাছে ইসলামের বাণী সর্বোত্তম পন্থায় পৌঁছে দিতে পারি এবং এই দেশটিও ইসলামের ক্রোড়ে স্থান পায়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এই প্রেজেন্টেশানে চিত্র দেখানো হয় নি।

এরপর হুযুর আনোয়ার শিশুদেরকে প্রশ্ন করার অনুমতি দান করেন।

এক ছেলে প্রশ্ন করে যে, যখন আমরা কোন পাপ করি না, তখন সর্বক্ষণ ইসতেগফার পাঠ করতে কেন বলা হয়?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: ইসতেগফারের অর্থ হল ক্ষমা। ইসতেগফার কেবল পাপের জন্য পাঠ করা হয় না, বরং পাপ এড়িয়ে চলার জন্য পাঠ করা হয়। নবীও নিজের জাতির জন্য ইসতেগফার পাঠ করেন আর শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যও ইসতেগফার পাঠ করা হয়। ইসতেগফার পাঠ করলে আল্লাহ্ তা'লা সম্ভাব্য পাপ থেকে রক্ষা করেন। পাপ থেকে রক্ষা পেতেই আমরা ইসতেগফার পাঠ করি।

এক আতফাল প্রশ্ন করে যে, হুযুর আপনি দাঁড়িয়ে কেন খুতবা দেন?

এর উত্তরে হুযুর বলেন: খুতবা দাঁড়িয়েই দেওয়া হয়। নামাযের বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি-রুকু, সিজদা ইত্যাদিও আঁ-হযরত (সা.)-এর অনুসরণেই আমরা করে থাকি। খুতবা দাঁড়িয়ে এই কারণে দিই কেননা এটি আঁ-হযরত (সা.)-এর সুন্নত বা রীতি।

এক আতফাল প্রশ্ন করে যে, কুরআন করীম বিগ-ব্যাঙ্গ সম্পর্কে কি বলেছে?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: একমাত্র কুরআন করীমই এসম্পর্কে বলেছে। অপরদিকে অন্যান্য ধর্ম গ্রন্থে এ সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই। -এই সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড কিভাবে আবদ্ধ ছিল, কিভাবে ব্রহ্মাণ্ডকে বিদীর্ণ করা হয়েছে যার ফলে আমাদের পৃথিবী অস্তিত্ব লাভ করেছে, বিগ-ব্যাঙ্গ এবং ব্ল্যাকহোল সম্পর্কে কুরআন করীমই বলেছে।

এক আতফাল প্রশ্ন করে যে, ভাল মৌলবী নোংরা কথা কেন বলে?

হুযুর বলেন, ভাল মৌলবী ভাল কথাই বলেন। যে ভাল কথা বলে না, সে কি করে ভাল হয়? মহানবী (সা.)-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে এই যুগে মৌলবীরা নোংরা প্রকৃতির হবে আর তারা পৃথিবীর নিকৃষ্টতম জীব হবে।

এক আতফাল প্রশ্ন করে যে, আমি এখন ষষ্ঠ শ্রেণীতে পাঠরত। ভবিষ্যতে কোন ভাষা শিখব?

হুযুর বলেন: জার্মান, ফ্রেঞ্চ তো অনেকে জানে। তুমি স্পেনিশ শেখ।

প্রশ্ন করা হয় যে, কোন বয়সে ইমামত করা যেতে পারে? হুযুর আনোয়ার বলেন, আসল কথা হল যে কুরআনের বেশি জ্ঞান রাখে, প্রাপ্ত বয়স্ক আর তাকওয়ায় অগ্রণী সে নামায পড়াবে। যদি বাড়িতে পড়াতে হয় আর কোন প্রাপ্ত বয়স্ক না থাকে, তবে দশ বছরের বালক যদি কুরআন জানে সে নামায পড়াতে পারে। যদি মসজিদে সকলে প্রাপ্ত বয়স্ক থাকে আর তারা চেয়ারে বসে নামায পড়তে বাধ্য হয় আর অন্য কোন প্রাপ্ত বয়স্ক ইমাম না থাকে, তবে ছোট বয়সের ইমামও নামায পড়াতে পারে।

এক আতফাল প্রশ্ন করে যে, অনেক মানুষ আছেন যারা নিজেরাও পুণ্যবান আর তাদের সন্তানদের তরবীয়তও করেন, তা সত্ত্বেও তাদের সন্তানেরা পুণ্যবান হয় না। এমনটি কেন হয়?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এমন হয়ে থাকে।

এরপর ৮ পাতায়.....

জুমআর খুতবা

রসূলে করীম (সা.) জুমুআর গুরুত্বের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে এক স্থানে বলেন, এতে এমন একটি ক্ষণ আসে যখন মুসলমান এমন মুহূর্ত লাভ করে আর তখনসে যদি দাঁড়িয়ে নামাজরত থাকে তাহলে সে যে দোয়াই করে তা গ্রহণ করা হয় অথবা যে মঙ্গল ও কল্যাণ সে যাচনা করে আল্লাহ্ তা'লা তাকে তা দান করেন।

জুমুআর খুতবাও যেহেতু নামাজেরই অংশ তাই এটিও সেই সময়ের অন্তর্ভুক্ত যখন সেই ক্ষণ লাভ হয়।

জুমুআর দিনের এক বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে আর একান্ত বাধ্যবাধকতা ছাড়া প্রত্যেক প্রাপ্ত-বয়স্ক এবং সুস্থ ব্যক্তির জন্য তা আদায় করা আবশ্যক করা হয়েছে।

নামাযে প্রত্যেকে নিজ নিজ চিন্তাধারা ও চাহিদা অনুযায়ী দোয়া করে থাকে, আর কিছু লোক এমনও রয়েছে যারা নামায পড়ে ঠিকই কিন্তু দোয়ার বিশেষ কোন চেতনা তাদের মাঝে জাগে না। তাই আজ এই রমজানের শেষ জুমুআয় আমি ভাবলাম, কিছু দোয়া পড়ে দিই যাতেদোয়া কী-এ সম্পর্কে যারা খুব বেশি বোধবুদ্ধি রাখে না তারাও জানতে পারে, আর একই সাথে আমরা জামা'তীভাবে আল্লাহ্ তা'লার নিকট আমাদের দোয়া ও প্রার্থনা উপস্থাপন করি এবং নামাযে ঐক্যবদ্ধভাবে এসব দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য দোয়া করি। এই দোয়া সমূহের মাঝে আমি কুরআন শরীফের কতিপয় দোয়া নিয়েছি, রসূলে করীম (সা.)-এর কিছু দোয়া রয়েছে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কিছু দোয়াও এতে অন্তর্ভুক্ত আর কিছু সাধারণ দোয়াও রয়েছে।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে প্রদত্ত ১৫ জুন, ২০১৮, এর জুমুআর খুতবা (১৫এহসান , ১৩৯৭ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন: রসূলে করীম (সা.) জুমুআর গুরুত্বের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে এক স্থানে বলেন, এতে এমন একটি ক্ষণ আসে যখন মুসলমান এমন মুহূর্ত লাভ করে আর তখনসে যদি দাঁড়িয়ে নামাজরত থাকে তাহলে সে যে দোয়াই করে তা গ্রহণ করা হয় অথবা যে মঙ্গল ও কল্যাণ সে যাচনা করে আল্লাহ্ তা'লা তাকে তা দান করেন।

(সহী বুখারী, কিতাবুল জুমা, বাবুস সা'আতিললাতি ফি ইয়াওমিল জুমাআতে)

এর ব্যাখ্যায় অনেকে এটিও বলে থাকে যে, জুমুআর খুতবাও যেহেতু নামাজেরই অংশ তাই এটিও সেই সময়ের অন্তর্ভুক্ত যখন সেই ক্ষণ লাভ হয়। যাহোক জুমুআর দিনের এক বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে আর একান্ত বাধ্যবাধকতা ছাড়া প্রত্যেক প্রাপ্ত-বয়স্ক এবং সুস্থ ব্যক্তির জন্য তা আদায় করা আবশ্যক করা হয়েছে।

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত, হাদীস-১০৬৭)

নামাযে প্রত্যেকে নিজ নিজ চিন্তাধারা ও চাহিদা অনুযায়ী দোয়া করে থাকে, আর কিছু লোক এমনও রয়েছে যারা নামায পড়ে ঠিকই কিন্তু দোয়ার বিশেষ কোন চেতনা তাদের মাঝে জাগে না, তারা শুধুমাত্র নামায পড়ে নেয় এবং নামাজে পঠিত শব্দাবলী আওড়ে নেওয়াকেই নিজেদের জন্য যথেষ্ট মনে করে আর দোয়ার গুরুত্ব তারা উপলব্ধি করতে পারে না। তাই আজ এই রমজানের শেষ জুমুআয় আমি ভাবলাম, কিছু দোয়া পড়ে দিই যাতেদোয়া কী-এ সম্পর্কে যারা খুব বেশি বোধবুদ্ধি রাখে না তারাও জানতে পারে, আর একই সাথে আমরা জামা'তীভাবে আল্লাহ্ তা'লার নিকট আমাদের দোয়া ও প্রার্থনা উপস্থাপন করি এবং নামাযে ঐক্যবদ্ধভাবে এসব দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য দোয়া করি। এই দোয়া সমূহের মাঝে আমি কুরআন শরীফের কতিপয় দোয়া নিয়েছি, রসূলে করীম (সা.)-এর কিছু দোয়া রয়েছে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কিছু দোয়াও এতে অন্তর্ভুক্ত আর কিছু সাধারণ দোয়াও রয়েছে। কিছু কুরআনী এবং মাসনুন বা রসূল (সা.)-এর রীতি অনুসারে প্রচলিত দোয়া আমি পড়ব। যাদের সেগুলো মুখস্ত আছে তারা মনে মনে তা পড়ুন বা যারা আমার সাথে পড়তে পারেন তারা পড়ুন এবং প্রত্যেক দোয়ার পর মনে মনে আমীনও বলতে থাকুন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দোয়া কবুল করুন।

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ۔

কুরআনী দোয়াগুলোর মাঝে সর্বপ্রথম হলো-

رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে ইহকালেও কল্যাণ দান কর এবং পরকালেও কল্যাণ দান কর আর আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করো। (সূরা আল বাকারা: ২০২)

رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ

হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে মুসলমান বা আত্মসমর্পণকারী অবস্থায় মৃত্যু দাও। (সূরা আ'রাফ: ১২৭)

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَآ اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ (المائدة:115)

হে আল্লাহ, আমাদের প্রভু ! তুমি আকাশ থেকে আমাদের জন্য নেয়ামতপূর্ণ খাঞ্চা নাযেল কর যা আমাদের প্রথমাংশের জন্য এবং আমাদের শেষাংশের জন্য ঈদস্বরূপ হবে এবং তোমার পক্ষ থেকে তা হবে এক মহান নিদর্শন হবে আর তুমি আমাদেরকে রিযক দান কর এবং তুমি সর্বোত্তম রিযক দাতা।
(সূরা আল মায়েদা: ১১৫)

رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا۔ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ (آل عمران:194)

হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয় আমরা এক আহ্বানকারীকে ঈমানের দিকে এই বলে আহ্বান করতে শুনেছি যে, তোমরা তোমাদের প্রভুর প্রতি ঈমান আন, সুতরাং আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের প্রভু! অতএব, তুমি আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা কর এবং আমাদের থেকে আমাদের মন্দ কর্মের অনিষ্ট দূরীভূত কর এবং আমাদেরকে পুণ্যবানদের সাথে শামিল করে মৃত্যু দাও। (সূরা আলে ইমরান: ১৯৪)

رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ

হে আমাদের প্রভু! তুমি যা কিছু অবতীর্ণ করেছ আমরা তার প্রতি ঈমান এনেছি এবং আমরা রসূলের আনুগত্য করেছি। অতএব, তুমি আমাদেরকে সাক্ষ্যদাতাদের অন্তর্ভুক্ত কর ।

(সূরা আলে ইমরান: ৫৪)

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ

হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না এবং তোমার নিকট হতে আমাদের প্রতি রহমত দান কর, নিশ্চয় তুমি মহান দাতা।

(সূরা আলে ইমরান : ৯)

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে তোমার নিকট হতে পবিত্র সন্তানসন্ততি দান কর, নিশ্চয় তুমি অনেক বেশি দোয়া শ্রবণকারী।

(সূরা আলে ইমরান :৩৯)

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا

হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকেআমাদের স্ত্রী ও সন্তানসন্ততির মাধ্যমে চোখের স্নিগ্ধতা দান কর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের ইমাম বানাও।

(সূরা আল ফুরকান: ৭৫)

رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ وَاَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ - اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

হে আমার প্রভু প্রতিপালক! তুমি আমাকে তৌফিক দান কর যেনআমি তোমারসেই নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারি যা তুমি আমাকে ও আমার পিতামাতাকে দান করেছ এবং আমাকে তৌফিক দাও যেন আমি এমন সৎকর্ম করতে পারি যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও আর এবং আমার জন্য আমার বংশধরদেরও সংশোধন কর। নিশ্চয় আমি তোমার সমীপে অবনত হই এবং নিশ্চয়ই আমি আনুগত্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা আল আহকাফ : ১৬)

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ

হে আমার প্রভু প্রতিপালক! তুমি আমাকে সৎকর্মশীলদের মধ্য থেকে উত্তরাধিকারী বা পুত্র দান কর। (সূরা আস্ সাফ্ফাত: ১০১)

رَبِّ اِنِّيْ لِمَآ اَنْزَلْتَ اِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ

হে আমার প্রভু! যে কল্যাণই তুমি আমার প্রতি নাযেল কর আমি অবশ্যই তার ভিখারী। (সূরা আল কাসাস: ২৫)

رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ وَاَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ (النمل:20)

হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও যেন আমি তোমার নেয়ামতসমূহের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারি যা তুমি আমাকে ও আমার পিতামাতাকে দান করেছআর যেন এমন সৎকর্ম করতে পারি যা তুমি পছন্দ কর এবং তুমি নিজ রহমত দ্বারা আমাকে তোমার নেক বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত কর। (সূরা আন নামল: ২০)

رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ - وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ

আর তুমি বল, হে আমার প্রভু! আমি শয়তানদের সকল কুপ্ররোচনা হতে তোমার আশ্রয় চাই এবং হে আমার প্রভু! আমি এ থেকেও তোমার নিকট আশ্রয় চাই যে, সেসব প্ররোচনা আমার ধারে কাছেও আসুক।

(সূরা আল্ মু'মিনুন: ৯৮-৯৯)

رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا

হে আমার প্রভু! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও। (সূরা তা হা: ১১৫)

رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ - وَيَسِّرْ لِيْٓ اَمْرِيْ - وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ - يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ

হে আমার প্রভু! আমার জন্য আমার বক্ষকে প্রশস্ত করে দাও এবং আমার বিষয়কে আমার জন্য সহজ করে দাও আর আমার মুখের জড়তা দূর করে দাও যেন তারা আমার কথা সহজে বুঝতে পারে। (সূরা তা হা: ২৬-২৯)

رَبَّنَآ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا

হে আমাদের প্রভু! তোমারই পক্ষ থেকে তুমিআমাদেরকে বিশেষ রহমত দান কর এবং আমাদের বিষয়ে আমাদেরকে সঠিক পথ দেখাও।

(সূরা আল কাহাফ: ১১)

رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّ اَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا

হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে এমনভাবে প্রবেশ করাও যেন তা সত্যতার সাথে হয় এবং আমাকে এমনভাবে বের কর যেন তা সত্যতার সাথে হয় আর তোমার পক্ষ থেকে আমার জন্য শক্তিশালী সাহায্যকারী প্রদান কর।

(সূরা বনি ইসরাঈল: ৮১)

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا

হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের উভয়ের প্রতি অর্থাৎ আমার পিতামাতার প্রতি রহম বা অনুগ্রহ কর যেভাবে তারা উভয়ে শৈশবে আমার প্রতিপালন করেছিলেন। (সূরা বনি ইসরাঈল: ২৫)

رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ - وَاجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ - وَاجْعَلْنِيْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ (الشعراء:84تا86)

হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে হিকমত দান কর এবং আমাকে পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত কর আর পরবর্তীতে মাঝে আমার জন্য সত্যবাদী মুখ নির্ধারণ করে দাওএবং আমাকে নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতের উত্তরাধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর।

(সূরা আশ শোআরা: ৮৪-৮৬)

رَبِّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ

হে আমার প্রভু! নিশ্চয় আমি আমার প্রাণের ওপরজুলুম করেছি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর। (সূরা আল কাসাস: ১৭)

رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

হে আমাদের প্রভু প্রতিপালক! আমাদের জন্য আমাদের নূরকে পরিপূর্ণ কর এবং আমাদেরকে ক্ষমা কর নিশ্চয় তুমি সব কিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।

(সূরা আত তাহরীম: ৯)

رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ

হে আমাদের প্রভু! আমরা ঈমান এনেছি। অতএবতুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর, বস্তুত দয়ালুদের মাঝে তুমিই সর্বোত্তম। (সূরা আল মু'মিনুন: ১১০)

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

হে আমাদের প্রভু! আমরা আমাদের প্রাণের ওপর জুলুম করেছি এবং তুমি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না কর আর আমাদের প্রতি দয়া না কর তাহলে নিশ্চয় আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব। (সূরা আল আ'রাফ : ২৪)

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ

হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত করো না।

(সূরা আল আ'রাফ : ৪৮)

رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ

হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে একা ছেড়ে দিও না এবং তুমি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। (সূরা আল আম্বিয়া : ৯০)

قُلْ رَّبِّ اِمَّا تُرِيَنِّيْ مَا يُوْعَدُوْنَ - رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِيْ فِي الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ

হে আমার প্রভু! তুমি যদি আমাকে তা দেখিয়েই দাও যা থেকে তাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে (তাহলে এটি এক দোয়া মাত্র।) হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে জালেম জাতির অন্তর্ভুক্ত করো না। (সূরা আল মু'মিনুন : ৯৪-৯৫)

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ - رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ الَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ - اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ - وَقِهِمُ السَّيِّاٰتِ - وَمَنْ تَقِ السَّيِّاٰتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهٗ - وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি (নিজ) কৃপা ও জ্ঞান দ্বারা সব কিছুকে ঘিরে রেখেছ। অতএব যারা তওবা করে এবং তোমার পথের অনুসরণ করে তাদেরকে ক্ষমা কর আর জাহান্নামের আযাব থেকে তাদেরকে রক্ষা কর। হে আমাদের প্রভু প্রতিপালক! তুমি তাদেরকে সেই চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করাও যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদেরকে দিয়ে রেখেছ এবং তাদের পিতৃপুরুষ, সঙ্গীসাথি ও সন্তানসন্ততির মধ্যে থেকে যারা সৎকর্ম করেছে তাদেরকেও (জান্নাতে প্রবেশ করাও)। নিশ্চয় তুমি মহাপরাক্রমশীল পরম প্রজ্ঞাময়। এবং তুমি তাদেরকে পাপ থেকে রক্ষা কর। বস্তুত সেই দিন তুমি যাকে পাপের (পরিণতি) হতে রক্ষা করবে তবে অবশ্যই তুমি তার প্রতি অনেক দয়া করলে আর এটি অনেক বড় সফলতা। (সূরা আল মু'মিন : ৮-১০)

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَحِيْمٌ (الحشر:11)

হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে এবং আমাদের সেই সব ভাইকেও (ক্ষমা কর,) যারা ঈমান আনার ক্ষেত্রে আমাদের চেয়ে অগ্রগামী হয়েছেআর আমাদের অন্তরে তাদের প্রতি কোন বিদ্বেষ সৃষ্টি করো না যারা

ঈমান এনেছে। হে আমাদের প্রভু প্রতিপালক! নিশ্চয় তুমি অতীব স্নেহশীল ও পরম দয়াময়। (সূরা আল হাশর : ১১)

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ- وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا (نوح:29)

হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং যে ব্যক্তি মু'মিন অবস্থায় আমার গৃহে প্রবেশ করে তাকে আর সকল মু'মিন পুরুষ ও নারীকে ক্ষমা কর এবং তুমি জালেমদেরকে ধ্বংস ব্যতীত অন্য কিছুতে উন্নতি দিও না। (সূরা নূহ : ২৯)

رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ- اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ

হে আমাদের প্রভু! তুমিতোমার রসূলদের মাধ্যমে আমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছ তা আমাদেরকে দান কর এবং কিয়ামতের দিন আমাদেরকে লাঞ্ছিত করো না। নিশ্চয় তুমি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম কর না। (সূরা আলে ইমরান : ১৯৫)

اَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِيْنَ

তুমিই আমাদের অভিভাবক।অতএব তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর, আর তুমি ক্ষমাকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম। (সূরা আল আ'রাফ : ১৫৬)

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا

হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের ওপর হতে দোযখের আযাবকে অপসারিত কর, নিশ্চয় এর আযাব সর্বনাশা। (সূরা আল ফুরকান : ৬৬)

رَبَّنَآ اِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয় আমরা ঈমান এনেছি। অতএব, তুমি আমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা কর এবং আগুনের আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর। (সূরা আলে ইমরান: ১৭)

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ- رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ (ابراهيم:41تا42)

হে আমার প্রভু! আমাকে ও আমার বংশধরকে নামায প্রতিষ্ঠাকারী বানিয়ে দাও। হে আমাদের প্রভু! এবং আমার দোয়া কবুল কর। হে আমাদের প্রভু! বিচার দিবসের দিন আমাকে ও আমার পিতামাতাকে এবং মু'মিনগণকে ক্ষমা কর। (সূরা ইব্রাহীম : ৪১-৪২)

رَبِّ نَجِّنِيْ وَاَهْلِيْ مِمَّا يَعْمَلُوْنَ

হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে এবং আমার পরিজনকে সেই সব কার্যকলাপ থেকে রক্ষা কর যা তারা করছে। (সূরা আশ শোয়ারা : ১৭০)

رَبِّ اِنَّ قَوْمِيْ كَذَّبُوْنِ- فَافْتَحْ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَّنَجِّنِيْ وَمَنْ مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

হে আমার প্রভু! নিশ্চয় আমার জাতি আমাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রত্যাখ্যান করেছে। সুতরাং তুমি আমার ও তাদের মধ্যে প্রকাশ্য মীমাংসা কর এবং আমাকে মুক্তি দাও আর তাদেরকেও যারা মু'মিনদের মাঝ থেকে আমার সাথে আছে। (সূরা আশ শোয়ারা : ১১৮-১১৯)

رَبِّ انْصُرْنِيْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ

হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে এই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী জাতির বিরুদ্ধে সাহায্য কর। (সূরা আল আনকাবুত : ৩১)

اَنِّيْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ

নিশ্চয় আমি পরাভূত, অতএব তুমি আমাকে সাহায্য কর। (সূরা আল্ কামার: ১১)

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا- رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ (البقرة:287)

হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে পাকড়াও করো না, যদি আমরা ভুলে যাই অথবা ত্রুটিবিচ্যুতি করি। হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের ওপর এমন দায়িত্বভার অর্পণ করো না যেরূপ দায়িত্বভার তুমি আমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর তাদের পাপের কারণে অর্পন করেছিলে। আর হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের ওপর এমন বোঝা চাপিও না যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। তুমি আমাদের মার্জনা কর এবং আমাদের ক্ষমা কর আর আমাদের ওপর রহম কর, কারণ তুমিই আমাদের অভিভাবক। অতএব কাফের জাতির বিরুদ্ধে তুমি আমাদেরকে সাহয্য কর। (সূরা আল বাকারা : ২৮৭)

رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ

হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের ওপর ধৈর্যশক্তি বর্ষণ কর এবং যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের পদক্ষেপকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত কর এবং কাফের জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর। (সূরা আল বাকারা : ২৫১)

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِيْٓ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ

হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের পাপসমূহ ও আমাদের কার্যে আমাদের সীমালঙ্ঘন ক্ষমা কর আর আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফের জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর। (সূরা আলে ইমরান: ১৪৮)

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ

হে আমদের প্রভু! তুমি আমাদের এবং আমাদের জাতির মধ্যে যথাযথভাবে মীমাংসা করে দাও কেননা তুমি সর্বোত্তম মীমাংসাকারী। (সূরা আ'রাফ: ৯০)

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ

হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে অত্যাচারী জাতির জন্য পরীক্ষার কারণ করো না এবং আমাদেরকে তুমি নিজ কৃপাগুণে কাফের জাতির হাত থেকে রক্ষা কর। (সূরা ইউনুস: ৮৬-৮৭)

رَبِّ انْصُرْنِيْ بِمَا كَذَّبُوْنِ

হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে সাহায্য কর কেননা তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রত্যাখ্যান করেছে। (সূরা আল মু'মেনূন: ২৭)

رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ

হে আমার প্রভু! তুমি আমার জন্য জান্নাতে তোমার সন্নিধানে একটি ঘর নির্মাণ কর। আর আমাকে ফেরাউন ও তার কার্যকলাপ হতে রক্ষা কর, এবং আমাকে এই অত্যাচারী জাতি হতে নিষ্কৃতি দান কর। (সূরা আত্ তাহরীম: ১২)

এখন মহানবী (সা.) থেকে বর্ণিত হাদীসের কিছু দোয়া রয়েছে। যে দোয়াগুলো তিনি (সা.) শিখিয়েছেন।

হে আল্লাহ! তুমি আমার ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দাও। আর আমার সকল কর্মকাণ্ডে আমার অজ্ঞানতা, অজ্ঞতা এবং সীমালঙ্ঘনের অনিষ্ট থেকে তুমি আমাকে রক্ষা কর। আর এমন প্রত্যেক ক্ষতি ও অনিষ্ট থেকে আমাকে রক্ষা কর যা তুমি আমার চেয়ে অধিক জান। হে আল্লাহ! তুমি আমার ভুল-ত্রুটি ক্ষমা কর। ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত এবং কৌতুকাচ্ছলে কৃত আমার সকল ভুল-ত্রুটি তুমি ক্ষমা কর। কেননা এগুলো আমার মাঝে বিদ্যমান আছে। আমার দ্বারা যেসব ভুল-ত্রুটি হয়ে গেছে এবং যা এখনও হয় নি, আর যা গোপনভাবে আমার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়েছে এবং যা প্রকাশ্যে আমি করেছি- সেসব তুমি ক্ষমা করে দাও। তুমিই অগ্রসরকারী আর পেছনে ঠেলে দেওয়ার ক্ষমতা রাখ তুমিই, আর তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

(সহী বুখারী, কিতাবুদ দাওয়াত, বাব কাওলান্নাবী, হাদীস: ৬৩৯৮)

এরপর তাঁর একটি দোয়া হলো,

اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَاِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ-

(সহী বুখারী, কিতাবুদ দাওয়াত, হাদীস: ৬৩১৭)

হে আল্লাহ! আমি নিজেকে তোমার কাছে সমর্পণ করি, তোমার উপর ভরসা করি, তোমার প্রতি ঈমান আনয়ন করি, তোমার দিকে বিনত হই আর তোমার সাহায্যে আমি বিরুদ্ধবাদীর সাথে তর্ক করি এবং তোমার কাছেই আমার বিষয় উপস্থাপন করি। তুমি আমার পূর্বাপর, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল পাপ ক্ষমা কর। তুমিই সামনে অগ্রসরকারী আর পেছনে ঠেলে দেওয়ার ক্ষমতা রাখ তুমিই আর তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই।

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَاَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ-

হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রভু। তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ আর আমি তোমার বান্দা। আমি আমার সাধ্যানুযায়ী তোমার প্রতিশ্রুতি এবং অঙ্গীকারের উপর প্রতিষ্ঠিত আছি। আমি আমার কর্মের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছিএবং আমার প্রতি তোমার কল্যাণরাজি স্বীকার করছি আর নিজের পাপসমূহও স্বীকার করছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর, তুমি ছাড়া পাপ ক্ষমাকারী আর কেউ নেই।

(সহী বুখারী, কিতাবুদ দাওয়াত, বাব ফযলুল ইসতেগফার, হাদীস: ৬৩০৬)

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ قَلْبٍ لَا یَخْشَعُ وَمِنْ دُعَآءٍ لَا یُسْمَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ عِلْمٍ لَا یَنْفَعُ۔ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هٰؤُلَآءِ الْاَرْبَعِ۔

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে এমন হৃদয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যাতে বিনয় ও নম্রতা নেই এবং এমন দোয়া থেকে আশ্রয় চাচ্ছি যা গৃহীত হয় না আর এমন আত্মা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যা কখনো পরিতৃপ্ত হয় না এবং এমন জ্ঞান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যা কোন উপকারে আসে না। আমি এ চারটি বিষয় থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

(সুনানে তিরমিযি, আবওয়াবুদ দাওয়াত, হাদীস ৩৪৮২)

یَامُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِیْ عَلٰی دِیْنِكَ

হে হৃদয়সমূহকে পরিবর্তনকারী, তুমি আমার হৃদয়কে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ।

(সুনানে তিরমিযি, আবওয়বুল কদর, হাদীস-২১৪০)

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الْهُدٰی وَالتُّقٰی وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰی۔

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে হেদায়েত, তাকওয়া, পবিত্রতা এবং অমুখাপেক্ষিতা যাচনা করছি।

(সুনানে তিরমিযি, আবওয়াবুদ দাওয়াত, হাদীস ৩৪৮২)

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِیْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ۔

হে আল্লাহ! আমরা তোমাকে তাদের বক্ষদেশে স্থাপন করছি অর্থাৎ তাদের হৃদয়ে যেন তোমার প্রতাপ ছেয়ে যায় এবং তাদের অনিষ্ট থেকে আমরা তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

(সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল বিতর, হাদীস: ১৫৩৭)

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ حُبَّكَ وَ حُبَّ مَنْ یُّحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِیْ یُبَلِّغُنِیْ حُبَّكَ۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ اِلَیَّ مِنْ نَفْسِیْ وَاَهْلِیْ وَمِنَ الْمَآءِ الْبَارِدِ۔

হে আমার আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার ভালোবাসা চাই এবং তাদের ভালোবাসা চাই যারা তোমাকে ভালোবাসে এবং এমন কাজের ভালোবাসা যা আমাকে তোমার ভালোবাসা পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। হে আমার খোদা! তোমার ভালোবাসাকে আমার কাছে আমার প্রাণ, আমার পরিবার এবং ঠাণ্ডা পানির চেয়েও অধিকতর প্রিয় ও শ্রেয় বানিয়ে দাও।

(সুনানে তিরমিযি, আবওয়াবুদ দাওয়াত, হাদীস ৩৪৯০)

একটি দীর্ঘ দোয়া রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রসূলে করীম (সা.) কে এই দোয়া করতে শুনেছেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার বিশেষ কৃপা প্রার্থনা করছি, যার মাধ্যমে তুমি আমার হৃদয়কে হেদায়েত দিবে, আমার কার্যসিদ্ধি করে দিবে, আমার বিক্ষিপ্ত কাজকে সাজিয়ে দিবে, আর আমার থেকে যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তাদের সঙ্গে মিলিত করবে আর আমার সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারীদের মর্যাদা দান করবে। তুমি নিজ কৃপাগুণে আমার আমলকে পবিত্র করে দাও এবং আমাকে হেদায়েত ও পথ-নির্দেশনা ইলহাম কর। আর যেসব জিনিস আমি ভালোবাসি তা যেন আমি পেয়ে যাই। হ্যাঁ, এমন বিশেষ কৃপা যা আমাকে সকল অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবে। আর হে আল্লাহ্! আমাকে এমন স্থায়ী ঈমান এবং বিশ্বাস প্রদান কর যার পর কুফরী সম্ভব নয়। এমন রহমত দান কর যার মাধ্যমে আমি এ পৃথিবী এবং পরকালে তোমার নিদর্শনের সম্মান লাভ করি। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে সকল সিদ্ধান্তে সফলতা চাই এবং শহীদদের মত আতিথেয়তা এবং সৌভাগ্যমণ্ডিত জীবন, শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয় ও ঐশী সাহায্য প্রার্থনা করি। হে আমার প্রভু! আমি সকল প্রয়োজন নিয়ে তোমার দরবারে উপস্থিত হয়েছি। যদি আমার চিন্তাধারা অপরিপক্ক হয়ে থাকে এবং আমার চেষ্টা-প্রচেষ্টা দুর্বল হয়ে থাকে, তবুও আমি তোমার রহমতের আকাঙ্ক্ষী। অতএব হে সকল বিষয়ে সিদ্ধান্তদাতা! এবং হে হৃদয়সমূহের প্রশান্তি দাতা! আমি তোমার কাছে যাচনা করছি, যেভাবে উত্তাল সমুদ্রে তুমি মানুষকে রক্ষা কর অনুরূপভাবে আমাকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা কর। ধ্বংসের আর্তনাদ এবং কবরের পরীক্ষা থেকে রক্ষা কর। হে আমার প্রভু! যে দোয়া সম্পর্কে আমি ধারণা করতে পারি নি এবং যে বিষয়ে আমি তোমার কাছে আবেদন করি নি, সেই কল্যাণ এবং পুণ্য যার নিয়্যতও আমি করতে পারি নি কিন্তু তুমি তোমার সৃষ্টির মাঝে কারো সাথে সেই কল্যাণ প্রদানের অঙ্গীকার করেছ বা নিজ বান্দাদের মাঝ থেকে কাউকে প্রদান করতে যাচ্ছ, এমন সকল প্রকার কল্যাণের আমি আকাঙ্ক্ষী। হে সকল জগতের প্রভু! আমি তোমার কাছে তোমার রহমতের দোহাই দিয়ে সেই কল্যাণ যাচনা করছি। হে আল্লাহ! দৃঢ় সম্পর্কের অধিকারী এবং হেদায়েত ও সঠিক পথ-নির্দেশনার অধিপতি! আমি কেয়ামতের দিন তোমার পক্ষ থেকে নিরাপত্তার আকাঙ্ক্ষী। আর তোমার দরবারে উপস্থিত নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা, রুকু ও সিজদাকারী এবং প্রতিশ্রুতি পূর্ণকারীদের সাহচর্যে সেই চিরস্থায়ী জীবনে জান্নাত কামনা করি। নিশ্চয়ই তুমি পরম দয়ালু ও স্নেহশীল। নিশ্চয়ই তুমি যা চাও তা-ই কর। হে আল্লাহ! আমাদেরকে এমন হেদায়াতপ্রাপ্ত পথপ্রদর্শক বানিয়ে দাও যারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে না এবং অন্যকেও পথভ্রষ্ট করবে না। তোমার প্রিয় এবং বন্ধুদের জন্য আমরা যেন শান্তির বাণী হই এবং তোমার শত্রুদের জন্য যেন যুদ্ধের নিদর্শন হই। তোমাকে যারা ভালোবাসে আমরা যেন তোমার ভালোবাসার খাতিরে তাদের সবাইকে ভালোবাসি এবং তোমার প্রতি বিরোধিতা এবং শত্রুতা পোষণকারীদের সাথে যেন তোমার খাতিরে শত্রুতা পোষণ করি। হে আল্লাহ্! এটি আমাদের বিনীত দোয়া। এটি কবুল করা বা না করা তোমার উপর নির্ভর করে। হে আল্লাহ্ শুধুমাত্র এই দোয়াই আমাদের সকল পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা এবং তোমার সত্তাতেই সকল ভরসা। হে আল্লাহ্! আমার জন্য আমার হৃদয়ে নূর সৃষ্টি কর। আমার কবরকেও আলোকিত কর এবং আমার সামনে-পিছনে নূর দান কর আর আমার ডানেও নূর দাও আর আমার বামেও নূর দাও এবং আমার উপরেও নূর প্রদান কর আর আমার নিচেও নূর প্রদান কর আর আমার শ্রবনেও নূর প্রদান কর আর আমার দৃষ্টিতেও নূর প্রদান কর আর আমার কেশেও নূর প্রদান কর এবং আমার চর্মেও নূর প্রদান কর এবং আমার রক্ত-মাংসেও নূর প্রদান কর আর আমার মস্তিষ্কও নূরে পূর্ণ কর আর আমার অস্থিসমূহেও নূর প্রদান কর। হে আল্লাহ্! আমার হৃদয়ে নূরের মাহাত্ম্য সৃষ্টি কর এবং এরপর আমাকে সেই নূর দান কর। অতএব আমাকে মূর্তিমান নূরই বানিয়ে দাও। সেই সত্তা পবিত্র যিনি বুযুর্গির (অর্থাৎ গৌরব ও মহিমার) পোশাক পরিহিত অবস্থায় সম্মানের সাথে অধিষ্ঠিত আছেন। সেই সত্তা পবিত্র যিনি ভিন্ন অন্য কারো পবিত্রতা বর্ণনা করা অসঙ্গত। কৃপা ও কল্যাণের অধিকারী সেই সত্তা পবিত্র, সম্মান ও বুযুর্গির (অর্থাৎ গৌরব ও মহিমার) অধিকারী । সেই সত্তা পবিত্র এবং পবিত্র সেই প্রতাপ এবং সম্মানের অধিকারী সত্তা।

(সুনানে তিরমিযি, আবওয়াবুদ দাওয়াত, হাদীস ৩৪১৯)

হযরত মসীহ মওউদ(আ.)-এর বিভিন্ন দোয়া রয়েছে। তিনি তাঁর এক সাহাবী চৌধুরী রুস্তম আলী সাহেবকে চিঠিতে দোয়া লিখে পাঠিয়েছিলেন। আরবী দোয়াটি হল:

یَامَنْ هُوَ اَحَبُّ مِنْ كُلِّ مَحْبُوْبٍ اِغْفِرْلِیْ وَتُبْ عَلَیَّ وَاَدْخِلْنِیْ فِیْ عِبَادِكَ الْمُخْلَصِیْنَ

হে সেই সত্তা! যিনি সকল প্রেমাস্পদের চেয়ে অধিক ভালোবাসার যোগ্য, আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার প্রতি কৃপাবারি বর্ষণ কর এবং আমাকে নিজ নিষ্ঠাবান বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর। (আল হাকাম, ১০ই আগস্ট, ১৯০১)

আমরা তোমার গুনাহগার বান্দা। প্রবৃত্তি আমাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। তুমি আমাদের ক্ষমা কর এবং পরকালের বিপদাপদ থেকে আমাদের রক্ষা কর। (আল বদর, ২৬ শে জুলাই, ১৯০৬)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-কে তিনি (আ.) একটি চিঠি লিখেন যেখানে তিনি এ দোয়া লিখেছিলেন:

হে আমার মুহসেন এবং আমার খোদা! আমি তোমার তুচ্ছ বান্দা, পাপ ও উদাসীনতায় পূর্ণ। তুমি আমার মাঝে অন্যায়ের পর অন্যায় দেখেছ কিন্তু আমাকে পুরস্কারের পর পুরস্কার দিয়েছ, আর পাপের পর পাপ প্রত্যক্ষ করেছ অথচ অনুগ্রহের পর অনুগ্রহ করেছ। তুমি সর্বদা আমার দোষত্রুটি ঢেকে রেখেছ আর আপন অগণিত নেয়ামতরাজি দ্বারা আমাকে ধন্য করেছ। অতএব এখনো আমার মত অযোগ্য এবং পাপে নিমজ্জিত বান্দার প্রতি রহম কর আর আমার ঔদ্ধত্য ও অকৃতজ্ঞতাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে আমার এই দুঃখ থেকে মুক্তি দাও কেননা তুমি ছাড়া আর কোন আশ্রয়স্থল নেই।

(মাকতুবে আহমদ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১০, হযরত মৌলনা হাকীম নুরুদ্দীন সাহেবের নামে পত্র, পত্র সংখ্যা:২)

ফানাফিল্লাহ্ হবার যে দোয়া তিনি শিখিয়েছেন তা হলো,

হে জগতসমূহের প্রভু! আমি তোমার অনুগ্রহরাজির কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারি না। তুমি পরম করুণাময় ও দয়ালু। আমার প্রতি তোমার অসীম অনুগ্রহ রয়েছে। তুমি আমার পাপ ক্ষমা কর যেন আমি ধ্বংস না হয়ে যাই। আমার হৃদয়ে তোমার নিষ্ঠাপূর্ণ ভালোবাসা প্রদান কর যেন আমি (আধ্যাত্মিক) জীবন লাভ করতে পারি এবং আমার দোষত্রুটি গোপন রাখ এবং আমার দ্বারা এমন আমল করাও যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও। আমি তোমার মহাসম্মানিত চেহারার দোহাই দিয়ে তোমার আযাব আমার উপর আপতিত হওয়া থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। কৃপা কর, কৃপা কর, কৃপা কর এবং এই পৃথিবী ও পরকালের আযাব থেকে আমাকে রক্ষা কর কেননা সকল কল্যাণ ও কৃপা তোমারই হাতে। আমীন।

(মাকতুবে আহমদ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৫৯, হযরত নবাব মহম্মদ আলি সাহেবের নামে পত্র, পত্র সংখ্যা:৩)

এখন আমাদের উচিত সমগ্র ইসলামি বিশ্বকেও দোয়াতে স্মরণ রাখা। আল্লাহ তা'লা তাদের মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করুন। আর যাদের হৃদয় বিভাজিত হয়ে আছে তাদের হৃদয় যেন যোজিত হয় এবং তাদের পারস্পরিক শত্রুতার অবসান ঘটে আর শত্রুরা এদের পারস্পরিক শত্রুতা থেকে যে স্বার্থসিদ্ধি করছে, আল্লাহ তা'লা এই শত্রুদের হাতকে বিরত রাখুন এবং তারা যেন সব ক্ষেত্রে ইসলামের ক্ষতি করা থেকে বিরত হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'লা সকল আহমদী পুরষ ও মহিলাদের মাঝে স্বল্পতুষ্টি সৃষ্টি করুন। তাদেরকে সকল অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন। তাদেরকে দৃঢ়চিত্ততা প্রদান করুন আর সর্বদা জামা'ত ও খেলাফত-ব্যবস্থার সাথে তাদেরকে সম্পৃক্ত রাখুন। আর জামা'তের ব্যবস্থাপনাকেও মানুষের অধিকার আদায়ের সৌভাগ্য প্রদান করুন। কর্মকর্তাদেরকেও নিজেদের দায়িত্ব বোঝার সৌভাগ্য দিন। ওয়াকফে জীন্দেগীদের নিজ ওয়াকফের চেতনার সাথে ধর্মের সেবা করার সৌভাগ্য দিন।

আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে দাজ্জালের ফিতনা ও অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখুন। আল্লাহ তা'লা সেই সমস্ত পরাশক্তিকে যারা মুসলমানদের হীনবল করতে চাচ্ছে, তাদের হাতকে বিরত রাখুন এবং তাদের অনিষ্ট থেকে মুসলমানদের রক্ষা করুন। এর ফলশ্রুতিতে শুধু ইসলামী বিশ্বেই নয় বরং পুরো বিশ্বজুড়ে এক ভয়াবহ ধ্বংস নেমে আসতে পারে, আল্লাহ তা'লা সেই ধ্বংস থেকে সবাইকে রক্ষা করুন। আল্লাহ তা'লা আহমদী শহীদদের পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং নিজে তাদের পরিবার-পরিজনের রক্ষাকারী হোন। আসীরানে রাহে মাওলার (অর্থাৎ আল্লাহর পথে বন্দীদের) দ্রুত মুক্তির ব্যবস্থা করুন। আল্লাহ তা'লা সেই সমস্ত লোককে যারা যে কোনভাবে যেকোন বিপদের সম্মুখীন, তাদেরকে সেই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন। অসুস্থদের আরোগ্য দান করুন। রাজনৈতিকভাবে বা সামাজিকভাবে যেসব লোক সমস্যা পীড়িত আছে, বিশেষত বিভিন্ন দেশে জামা'তের সদস্যরা, আল্লাহ তা'লা তাদের বিপদাবলী দূর করুন এবং শত্রুদের হাতকে বিরত করুন।

কাদিয়ানের দরবেশ, তারা তো মাত্র কয়েকজনই আছেন, কাদিয়ানে অবস্থানকারী কিছু লোক বিপদাপদে আছেন। অনুরূপভাবে পাকিস্তানে বসবাসকারী, বিশেষভাবে রাবওয়ায় বসবাসকারীরা রয়েছেন, তাদের পরিস্থিতি আজকাল সরকারের পক্ষ থেকেও সংকটপূর্ণ করা হচ্ছে, অধিক থেকে অধিকতর কষ্টকর করার চেষ্টা করা হচ্ছে। পাকিস্তানের আহমদীদেরকে আল্লাহ তা'লা অত্যাচারীদের হাত থেকে রক্ষা করুন। আল্লাহ তা'লা তাদের পরিস্থিতির উন্নতি দিন।

অনুরূপভাবে পাকিস্তান ছাড়া ভারতেরও কিছু কিছু অঞ্চলে, যেখানে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে, সেখানেও আহমদীদের উপর নির্যাতন করা হচ্ছে। আল্লাহ তা'লা এই অত্যাচারীদের হাতকে বিরত রাখুন।

অনুরূপভাবে ইন্দোনেশিয়াতে এখন পর্যন্ত যেখানে যেখানে তারা সুযোগ পাচ্ছে, এই অত্যাচারীরা আহমদীদের উপর অত্যাচার করছে। কিছুদিন পূর্বে এক জায়গায় ছোট একটি জামা'ত ছিল, তাদেরকে ঘর থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে, বর্তমানে তারা গৃহহীন অবস্থায় আছে। আল্লাহ তা'লা তাদেরকেও নিজ সুরক্ষার চাদরে আবৃত রাখুন এবং শত্রুদের অনিষ্ট থেকে তাদেরকে রক্ষা করুন।

আল্লাহ তা'লা মুসলমান দেশসমূহকে, আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি, ইয়েমেনে পুনরায় ভীষণ আক্রমণ শুরু হয়েছে। ইরাকে, সিরিয়াতে ফির্কাগত কারণে ও গোত্রসমূহের পারস্পরিক বিরোধিতার কারণে মুসলমানরা মুসলমানদের শিরোচ্ছেদ করছে। আল্লাহ তা'লা তাদেরকে বিবেক দিন আর যে নবীর তারা মান্যকারী তাঁর প্রকৃত শিক্ষার ওপর আমল করার তাদেরকে সৌভাগ্য দান করুন। আর এ যুগে যে মাহদী এবং মসীহ্‌কে আল্লাহ্ তা'লা প্রেরণ করেছেন তাঁকে মানার সৌভাগ্য তাদেরকে দিন। এই বিপথে চলা থেকে তারা যেন বিরত হয় এবং তাদের ইহকাল ও পরকাল যেন সুরক্ষিত হয়।

অনুরূপভাবে, সেই সমস্ত লোকের ধনসম্পদ এবং সন্তান সন্ততিতে আল্লাহ্ তা'লা বরকত প্রদান করুন যারা বিভিন্ন তাহরীক এবং জামা'তী চাঁদা সমূহের ক্ষেত্রে আর্থিক কুরবানী করে যাচ্ছে। একইভাবে আমাদের কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে, এম.টি.এ তবলীগের কাজের জন্য অনেক বড় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এম.টি.এ-এর কর্মকর্তাদের এবং যারা স্বেচ্ছাসেবী রয়েছে তাদেরকেও আল্লাহ্ তা'লা উত্তম প্রতিদান দিন এবং তাদেরকে পূর্বের তুলনায় অধিকহারে সেবা করার সুযোগ দিন। আজকাল এম.টি.এ আফ্রিকাও অনেক তবলীগের কাজ করছে। নতুনভাবে আরম্ভ করা হয়েছে এটি, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় স্থানীয়রা সেখানে কাজ করছে। আল্লাহ তা'লা তাদের জ্ঞান এবং প্রজ্ঞায় বরকত প্রদান করুন এবং তারা যেন আরও উন্নতমানের অনুষ্ঠান প্রস্তুত করে ইসলামের প্রকৃত বাণী নিজেদের জাতির পাশাপাশি পৃথিবীবাসীর কাছেও পৌঁছে দিতে পারে।

*****❖*****❖*****❖*****

১ম পাতার শেষাংশ....

শিখিতে নিষেধ করি না। কিন্তু তোমরা ঐ সকল লোকের অনুগামী হইও না যাহারা এই সংসারকেই সবকিছু মনে করিয়া লইয়াছে, এ সাংসারিক বা প্রারম্ভিক সকল কার্যেই তোমাদের খোদা হইতে ক্রমাগত শক্তি ও সামর্থ প্রার্থনা করিতে থাকা উচিৎ কিন্তু তাহা কেবল শুষ্ক ওষ্ঠ দ্বারা উচ্চারণ করিয়া নহে, বরং প্রার্থনা কালে সত্যি সত্যিই যেন এই বিশ্বাস থাকে যে, প্রত্যেক বরকত (আশীষ) আকাশ হইতেই অবতীর্ণ হয়।

তোমরা সত্যবাদী তখনই গণ্য হইবে, যখন প্রত্যেক কাজে এবং বিপদের সময়ে কোন তদবীর করিবার পূর্বে আপন গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া খোদার আস্তানায় গ্রণত হইয়া বলিবে, 'হে প্রভু! আমি বিপদে পড়িয়াছি, তুমি আপন অনুগ্রহে আমাকে বিপদ মুক্ত কর'। তখন রূহুল কুদ্দুস (পবিত্র আত্মা) তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন এবং গায়েব (অদৃশ্য) হইতে কোন পথ তোমাদের উন্মুক্ত করা হইবে। আপন আত্মার প্রতি সদয় হও এবং যাহারা খোদার সহিত সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করিয়া পার্থিব উপকরণে আপাদমস্তক নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে, এমনকি খোদার নিকট শক্তি প্রার্থনা করিতে মুখে 'ইনশাআল্লাহ্' বাক্যটুকুও উচ্চারণ করে না, তোমরা তাহাদের অনুগামী হইও না। খোদা তোমাদিগকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি প্রদান করুন যেন তোমরা উপলব্ধি করিতে পার যে, খোদা-ই তোমাদের সকল তদবীরের কড়িকাঠ স্বরূপ। যদি কড়িকাঠ নীচে পড়িয়া যায় তবে বরগাগুলি কি ছাদে অবস্থান করিতে পারে? কখনও নয়, বরং উহা তৎক্ষণাৎ পড়িয়া যাইবে এবং তাহাতে অনেক প্রাণহানিরও আশঙ্কা থাকে। অনুরূপভাবে তোমাদের তদবীরও খোদার সাহায্য ছাড়া কায়েম থাকিতে পারে না। যদি তোমরা তাঁহার সাহায্য কামনা না কর এবং তাঁহার নিকট হইতে শক্তি ভিক্ষা করাকে নিজের মূলনীতি বলিয়া নির্ধারণ না কর, তাহা হইলে তোমরা কোন সফলতাই লাভ করিতে পারিবে না এবং পরিশেষে বড়ই আক্ষেপের সহিত প্রাণ ত্যাগ করিবে।

টীকা: খোদা কোন বিষয়ে অপারগ নহেন। খোদার কেতাবে দোয়া সম্বন্ধে এই নিয়ম বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তিনি সাধু ব্যক্তিদের সহিত অতি সদয় ও বন্ধুসুলভ ব্যবহার করিয়া থাকেন অর্থাৎ কখনও বা আপন ইচ্ছা পরিহার করিয়া তাহার দোয়া শ্রবণ করিয়া থাকেন, যেমন তিনি বলিয়াছেন-

আরবী (সূরা মোমেন ঃ ৬১ আয়াত)

(অর্থাৎ আমার নিকট তোমরা প্রার্থনা কর, আমি তোমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করিব- অনুবাদক)।

আবার কখনও বা আপন ইচ্ছাকে মানাইতে চাহেন যথা- তিনি বলিয়াছেন-

(অর্থাৎ নিশ্চয় আমার তোমাদিগকে ভয়, ক্ষুধা ইত্যাদি দ্বারা কিছু পরীক্ষা করিব- অনুবাদক- সূরা বাকারা : ১৫৬ আয়াত)। এরূপ করিবার কারণ এই যে, কখনও তিনি মানুষের প্রার্থনা অনুযায়ী তাহার সহিত ব্যবহার করিয়া একীন ও তত্ত্বজ্ঞানে তাহাকে উন্নত করিতে চান। আবার কখনও নিজ ইচ্ছানুযায়ী কার্য করিয়া আপন সন্তুষ্টির খোলাতে (পুরস্কারে) ভূষিত করিয়া তাহার মর্যাদা বৃদ্ধি করিতে এবং ভালবাসিয়া তাহাকে হেদায়াতের পথে অগ্রগামী করিতে চান।

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃষ্ঠা: ২১-২৩)

২ পাতার পর...

হযরত নূহ (আ.)-এর ছেলেও বিপথে চলে যায়। হযরত নূহ ঝড় আরম্ভ হওয়ার পর খোদা তা'লার কাছে অনুনয় করেন যে, তিনি তার পরিবারকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। খোদা তা'লা বলেন, সে অবাধ্য ছিল, এই কারণে সে ডুবেছে। এমন মানুষ তোমার পরিবারে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। প্রত্যেকে বিষয়ে প্রত্যাশা থাকে। বর্তমানে গবেষণা করা হয় আর বলা হয় যে আশাব্যঞ্জক ফল এসেছে। এটি একশ শতাংশ সফলতা আসে না। একে একে দুইয়ের মত এটি কোন গণিত সমাধান করা নয়। সাধারণতা পুণ্যবান ব্যক্তিদের সন্তানেরা ভালই থাকে, কিন্তু অনেক সময় ব্যতিক্রমও হয়ে থাকে। শিক্ষা-দীক্ষা দানকারী যদি ভাল থাকে, তাদের দৃষ্টান্ত সঠিক থাকে- অনেক সময় আবার এমনও হয় যে, মানুষের বাহ্যিক আচার আচরণ উত্তম মানের হয়ে থাকে, মানুষের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে; কিন্তু বাড়িতে তাদের আচার আচরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়ে থাকে। বাড়ি গিয়ে ঝগড়া করে। কেবল একটি পুণ্য করলে, কিম্বা কেবল নামায পড়লেই সব কিছু ঠিক হয় না। সমস্ত পুণ্য একত্রিত হলে তবেই তাকে তাকওয়া বলে। এই তাকওয়ার মানের পরিণামে শিক্ষা-দীক্ষাও ভাল হবে, তাদের সন্তান-সন্ততিও ভাল হবে। হযরত নূহ (আ.) পুণ্যকর্ম করেছিলেন; কিন্তু সেখানেও ব্যতিক্রম কাজ করে।

এক আতফাল প্রশ্ন করে যে, এক রাজনীতিক নেতা কেবল এই কারণে দলত্যাগ করেছে যে, সে মহিলাদেরকে সালাম করে নি এবং করমর্দন করে নি।

হুযুর বলেন: চেষ্টা করুন যাতে মহিলাদের সঙ্গে করমর্দন করতে না হয়। যদি বাধ্যবাধকতা থাকে আর পূর্বেই না জানানো হয়, এমন অপ্রস্তুত অবস্থায় মহিলা যদি নিজের হাত বাড়িয়ে দেয়, তবে উপায় নেই। হুযুর নিজের পন্থা বর্ণনা করে বলেন, যে এমন পরিস্থিতিতে তিনি পূর্বেই জানিয়ে দেন। ডেনমার্কে এক মহিলা রাজনীতিক সম্ভবত ভুল করে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। হুযুর বলেন, এমন পরিস্থিতিতে আমি ঝুঁকে যাই যার ফলে সে বুঝে যায়। সেই ভদ্রমহিলার বিষয়টি খারাপ ঠেকেছে, কিন্তু অপর এক ডেনিশ মহিলা বলেন, প্রত্যেকের নিজস্ব রীতি-রেওয়াজ ও ঐতিহ্য রয়েছে। এতে কোন অসুবিধা নেই।

এক সংবাদ প্রতিনিধিকে সাক্ষাতকার দেওয়ার সময় তাকে বলে দেওয়া হয় যে, করমর্দন না করার মধ্যে নারীর সম্মান নিহিত রয়েছে। হুযুর আনোয়ার বলেন, একদিকে পর্দা ও লজ্জাশীলতার আদেশ দেওয়া হয়েছে। একদিকে নিজেদের মহিলাদেরকে পর্দার মধ্যে রাখ আর তাদেরকে পরপুরুষের সঙ্গে করমর্দন করতেও বলবে! একদিকে তোমরা পর্দা কর যাতে লজ্জাশীলতা বজায় থাকে, অপরদিকে অবাধে করমর্দন করলে লজ্জাশীলতা লোপ পাবে। ইসলামের প্রত্যেকটি নির্দেশের মধ্যে প্রজ্ঞা নিহিত রয়েছে। তুচ্ছাতিতুচ্ছ মন্দকর্ম করতেও ইসলাম নিষেধ করে। অতএব এর থেকে বিরত থাকার চেষ্টা কর। যদি কোন বাধ্যবাধকতা দেখা দেয় যার ফলে হয়রানি হয় সেক্ষেত্রে করমর্দন করে চুপ করে বসে যাও। কিন্তু এক্ষেত্রেও নির্ভীকতা থাকা কাম্য। আমাদের উদ্দেশ্য হল খোদার সন্তুষ্টি। যদি কেউ এই কারণে আমাদের অনুষ্ঠানে না আসে, তবে তারা না আসুক, আমাদের উদ্দেশ্য হল প্রকৃত ধর্মের প্রসার করা। তাই বলার পরেও যদি কেউ বিষয়টি খারাপভাবে নেয় বা ক্ষুন্ন হয় তবে আমাদের করার কিছু নেই।

এক আতফাল প্রশ্ন করে যে, সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলমান 'খাতাম' শব্দের অর্থ করে অবসানকারী বা শেষ নবী। এর কারণ কি?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: কেননা অধিকাংশ মানুষই অজ্ঞ, সেই কারণে তারা সঠিক অর্থের দিকে মনোযোগ দেয় না। আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, এমন এক সময় আসবে যখন ধর্মে বিকার দেখা দিবে। তিনি (সা.) একটি হাদীসে আগমণকারী মসীহকে চারবার আল্লাহ্‌র নবী বলেছেন। এই কারণে আমরা খাতাম শব্দের অর্থ করি, কোন এমন নবী আসতে পারে না যে তাঁর শরীয়তকে রহিত করবে। সেই আসতে পারে যে কুরআন করীমের অনুসারী হবে। আঁ হযরত (সা.)-এর অনুসারী হবে এবং তাঁর পূর্ণ আনুগত্যকারী হবে। মসীহ ও মাহদী সম্পর্কে তিনি (সা.) বলেছিলেন, আমার এবং তাঁর মাঝে কোন নবী আসবে না। অর্থাৎ সেই আগমণকারী মসীহ নবী হবেন। এই কারণে কুরআন ও হাদীসকে সামনে রেখে এমন অর্থ করতে হবে যা সঠিক। পাকিস্তান, ভারত, আফ্রিকায় লক্ষ লক্ষ মানুষ আহমদীয়াতে প্রবেশ করছে। এরা সকলে এই কথার উপর বিশ্বাস রেখেই আহমদী হয়েছে যে, খাতাম শব্দের অর্থ সেটিই যা আমরা করে থাকি। নবীকে মান্যকারীরা ধীর গতিতেই জামাতভুক্ত হয়ে থাকে এবং এই ভাবে ক্রমে ক্রমে জামাতের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এ সময় কাদিয়ান এমন একটি গ্রাম ছিল যেখানে কোন গাড়ি-ঘোড়া যেত না। কেবল এক্কা গাড়িতে বসে যেতে হত। রাস্তাও ছিল খানা-খন্দে পূর্ণ। এমন পরিস্থিতিতে জামাত বিস্তৃতি লাভ করে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, সেই সময় তাঁর অনুসারীর সংখ্যা চার লক্ষে পৌঁছেছিল। যেরূপে হযরত মূসা (আ.)-এর পর হযরত ঈসা (আ.) এসেছিলেন, কিন্তু ইহুদীরা তাঁকে গ্রহণ করে নি, অনুরূপে নবী করীম (সা.)-এর পর হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আসেন। কিন্তু সাধারণ মুসলমানেরা 'খাতাম' শব্দের অর্থ করে অবসানকারী করার মাধ্যমে নবুয়তের পথ বন্ধ করে দিয়েছে। এই কারণে তারা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে মান্য করে নি।

খোদা তা'লা কুরআন করীমকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন। তিনি এতে কোন প্রকারের হেরফের বা রদবদল হতে দেন নি। এই কারণে আমরা সেই অর্থই করি যা কুরআন করীম করেছে। 'খাতাম'-এর যে সংজ্ঞা আমরা দিয়ে থাকি সেটিই সঠিক। খৃষ্টধর্ম বিস্তৃত হতে তিন শতাব্দী সময় অতিক্রান্ত হয়। অবশেষে এক রোমান সম্রাট খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করার ফলে এটি উন্নতি লাভ করে। জামাত আহমদীয়া সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) লিখেছেন যে, তিন শতাব্দী অতিক্রান্ত হতে না হতে আহমদীয়াত বিজয় লাভ করবে। আমরা ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করছি। মৌলবীদের সংশোধনের জন্যই তো হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এসেছিলেন, যাতে ভ্রান্ত মতবিশ্বাসগুলির অপনোদন হয়। সেই কারণেই তো তাঁর নাম 'হাকাম' (বিচারক) 'আদাল' (মীমাংসাকারী) রাখা হয়েছে, যাতে তিনি ভ্রষ্ট মৌলবীদের সংশোধন করতে পারেন।

এক আতফাল মানুষের বিবর্তনের সম্পর্কে প্রশ্ন করে যে, এটি কি প্রকারে সংঘটিত হয়?

হুযুর আনোয়ার (আই.) এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন: বিবর্তন তো এজন্যই যাতে ধীর গতিতেই উন্নতি হয়। আদিম যুগে মানুষ গুহার মধ্যে বসবাস করত। এরপর গুহা থেকে বের হয়। প্রথমে কেবল মাংস খেত, পরে আস্তে আস্তে শাক-সব্জি উৎপাদন করতে আরম্ভ করে। এইভাবে ক্রমোন্নতির ধারার হাত ধরে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে। ডারউইন মতবাদ অনুসারে মানুষ প্রথমে বানর ছিল, পরে ক্রমোন্নতির মাধ্যমে বর্তমান রূপে পৌঁছেছে। এই মতবাদ ভ্রান্ত। কেউ দেখাক যে কোন বানর থেকে মানুষের সৃষ্টি হয়েছে। এই মতবাদকেও সমস্ত বৈজ্ঞানিক সঠিক মনে করেন না। হযরত মসীহ মওউদও (আ.) বলেছিলেন যে, মানুষ যদি বানর থেকে সৃষ্ট হত তবে সেই বানর আজও থাকা উচিত এবং সেগুলির দেখা পাওয়া উচিত। আজ আপনারা আইফোন বা আইপ্যাড হাতে নিয়ে ঘোরেন যার মধ্যে রকমারি তথ্যভাণ্ডার পাওয়া যায়। এটিও এক প্রকার বিবর্তন যার মাধ্যমে যাবতীয় তথ্য সর্বক্ষণ হাতের মুঠোয় থাকে।

একজন আতফাল প্রশ্ন করে যে, হত্যা করা যদি অবৈধ হয় তবে মৃত্যদণ্ড দেওয়া হয় কেন?

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: যুদ্ধ করা কেন বৈধ?যুদ্ধেও তো মানুষ নিহত হয়। তবে এটি কেন বৈধ আখ্যায়িত হয়েছে? সূরা হজ্জে যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। কেননা, যদি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদেরকে প্রতিহত না করা হয় তবে কোন উপাসনাগার সুরক্ষিত থাকবে না। এরা ক্রমশ অত্যাচারের দিকে এগোতে থাকবে। একটি অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান হলে সঙ্গে একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ চাইলে ক্ষমাও করা যেতে পারে, কিন্তু তারা ক্ষমা করবে যারা নিহতের উত্তরাধিকার। প্রতিদান স্বরূপ কিছু দিয়ে ক্ষমালাভ করে নেয় আর অনেকে আবার বিনা প্রতিদানেই ক্ষমালাভ করে নেয়। শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল অপরাধ হ্রাস করা।

একবার এক ব্যক্তি কাউকে হত্যা করে দেয়। মুকদ্দমা মহানবী (সা.)-এর কাছে আদালতে পেশ হলে তিনি (সা.) নিহতের আত্মীয়-স্বজনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তোমরা কি একে ক্ষমা করবে? তারা উত্তর দিল, না, একে হত্যা করা হোক। তাকে যখন হত্যা স্থলে নিয়ে যাওয়ার উপক্রম হল, তখন আঁ হযরত (সা.) পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন। তারা উত্তর দিল, না, এ আমাদের

ইমামের বাণী

"সেই ব্যক্তি ধ্বংস হয়েছে, যে ধর্মের সাথে কিছু পার্থিব স্বার্থের সংমিশ্রণ রাখে। "

(আল-ওসীয়্যত, পৃষ্ঠা: ১৯)

দোয়াপ্রার্থী: আবুল হাসানাত, নারগিস সুলতানা, মুশতাক আহমদ,ইমতিয়ায আহমদ, জামাত আহমদীয়া ব্যাঙ্গালোর (কর্ণাটক)

আত্মীয়ের হত্যাকারী। মৃত্যুই এর শাস্তি হোক। নবী করীম (সা.) তৃতীয় বার তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন। তারা (ক্ষমা করতে) অস্বীকার করায় সে শাস্তি পেল। মহাবী (সা.) বললেন, যদি এরা ক্ষমা করত, তবে এর নিজের পাপও তার মাথায় এসে পড়ত আর নিহতের পাপও তার মাথায় এসে পড়ত। ইসলামে ক্ষমা করার এবং শাস্তি দেওয়া- উভয়ের নির্দেশই রয়েছে।

ওয়াকফীনে নওদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ক্লাস ৮:৪৫ টায় সমাপ্ত হয়।

১৩ ই মে, ২০১৬

ওয়াকফাতে নওদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ক্লাস

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় কুরআন করীমে তিলাওয়াতের মাধ্যমে। তিলাওয়াত করেন মুফলেহা রাশীদ সাহেবা এবং উর্দু ও সুইডিশ অনুবাদ পেশ করে যথাক্রমে নাবেগা চৌধুরী ও ফারিয়া রহমান সাহেবা। এরপর আমল এহিয়া খান সাহেবা আঁ হযরত (সা.)-এর হাদীস পেশ করেন যার উর্দু অনুবাদ পেশ করেন দার শাহওয়ার খান সাহেবা। আর সুইডিশ অনুবাদ উপস্থাপন করেন আমেনা সেলিম সাহেবা। এরপর সালমানা মুবাশ্বির সাহেবা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণীর উদ্ধৃতি পেশ করেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: " যদি বস্তবাদীদের মত বসবাস কর, তবে আমার হাতে তওবা করা কোন উপকারে আসবে না। আমার হাতে তওবা করা এক মৃত্যু চায় যাতে তোমরা এক নতুন জীবনে আরও একবার জন্মলাভ কর। বয়াত যদি আন্তরিক না হয় তবে তার কোন পরিণাম আসবে না। আমার বয়াতের মাধ্যমে খোদা তা'লা আন্তরিক স্বীকারুক্তি চান। অতএব যে আন্তরিকতার সঙ্গে আমাকে গ্রহণ করে এবং নিজের পাপসমূহ থেকে তওবা করে, গফুর ও রহীম খোদা তার পাপসমূহকে অবশ্যই ক্ষমা করে দেন এবং সে এমন হয়ে যায় যেন সদ্যজাত এক শিশু। তখন ফেরেশতারা তাকে রক্ষা করে।"

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৯৯৪)

এরপর আফিয়া ঈমান সাহেবা এই উদ্ধৃতিটির সুইডিশ অনুবাদ পেশ করেন। পরে মরিয়ম ফাতেহা সাহেবা নিম্নোক্ত নযম পরিবেশন করেন।

' খিলাফত হ্যায় ইনামে আসমানী,
খিলাফত হি নিযামে মু'তাবির হ্যায়
খিলাফত সে মুকাদ্দর দ্বী কা গালবা
ইসি কে সাথ হি ফাতাহ ও যাফর হ্যায়'

এরপর মারিয়া চৌধূরি এবং গাযালা চৌধুরী সাহেবা জামাত আহমদীয়া সুইডেনের ইতিহাস এবং খোলেফায়ে আহমদীয়াতের সফরসমূহ সম্পর্কে একটি প্রেজেন্টেশন রাখেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) কে ১৯৩০ সালে একটি স্বপ্নে দেখানো হয় যে, নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ড এবং হাঙ্গেরি মানুষ আহমদীয়াতের অপেক্ষায় রয়েছে। এই ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ পূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবি ছিল। ১৯ ৫৫ সালে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) যখন ইউরোপ সফরে লন্ডনে আসেন তখন গুনারা এরিকসন নামে সুইডেনের এক ছাত্র তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করে। সে হুযুরকে সুইডেনে আহমদীয়া মিশন খোলার জন্য অনুরোধ করেন। সুতরাং হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর নির্দেশে মাননীয় সৈয়্যদ কামাল ইউসুফ সাহেবকে স্ক্যান্ডেনেভিয়ার প্রথম মুরুব্বী হিসেবে পাঠানো হয় আর গোথনবার্গকে কেন্দ্র বানানো হয়। ১৯৭৩ সালে যখন খলীফাতুল মসীহ সালেস (রহ.) প্রথমবার সুইডেন আসেন, তখন হুযুর ইউসুফ কামাল সাহেবকে গোথনবার্গে মসজিদের জন্য জায়গা কেনার চেষ্টা করতে নির্দেশ দেন। ১৯৭৫ সালের ২৬ শে ডিসেম্বর সেই ঐতিহাসিক দিন ছিল যেদিন হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রহ.) গোথনবার্গে Tolvskillingsgatan- এর একটি পাহাড়ের পাদদেশে একটি ইটের মাধ্যমে মসজিদ নাসেরের গোড়াপত্তন করেন, যেটি কাদিয়ানের মসজিদ মুবারক থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল।

উক্ত অনুষ্ঠানে হুযুর (রহ.) বলেন, এই মসজিদের দরজা সেই সমস্ত লোকের জন্য উন্মুক্ত থাকবে যারা খোদা তা'লাকে এক-অদ্বিতীয় রূপে বিশ্বাস করে। তারা সেই এক খোদার ইবাদত করতে পারেন, তারা যে কোন ধর্মের অনুসারীই হোক না কেন।

চতুর্থ খলীফার যুগে সুইডেন জামাতের এটি সৌভাগ্য ছিল যে সেখানে খলীফা রাবে (রহ.) ৬-৭ বার সুইডেন সফরে আসেন।

১৯৮২ সালের ৮ই আগস্ট সুইডেনে জামাতের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা হয়, যখন হুযুর (রহা.) প্রথমবার মজলিস শুরার আয়োজন করেন। এরপর ১৯৮৬ সালে ও পরে তিনি ১৯৮৭ সালে দক্ষিণ সুইডেনের মালমো শহরে, যেটি জনসংখ্যার নিরিখে দেশের তৃতীয় বৃহত্তম, বায়তুল হামদ নামে মিশন হাউসের উদ্বোধন করেন। এরপর হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.) ১৯৮৯ সালে গোথনবার্গ, মালমো এবং কালমার সফর করেন। এরপর হুযুর (রহ.) ১৯৯১, ১৯৯৩ এবং সর্বশেষ ১৯৯৭ সালেও সুইডেন সফরে আসেন। খিলাফতে খামেসার বরকতময় যুগে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) ২০০৫ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর মাসে প্রথম সুইডেন সফরে আসেন। এই বরকতপূর্ণ সফরে সুইডেনে প্রথমবার স্ক্যান্ডেনেভিয়ান জলসার আয়োজনও হয় যাতে সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক এবং ফিনল্যান্ডের সদস্যগণ অংশ গ্রহণ করেন।

খুতবা জুমা ছাড়াও হুযুর আনোয়ার (আই.) জলসার দিনগুলিতে ভাষণ প্রদান করেছেন। পারিবারিক সাক্ষাত, আমীন অনুষ্ঠান এবং ওয়াকফে নও ক্লাসও অনুষ্ঠিত হয়েছে। হুযুর আনোয়ার মালমোর সেই স্থানেও যান যেখানে আজ মসজিদ নির্মিত হয়েছে এবং মসজিদ নির্মাণ সম্পর্কে নির্দেশনা দেন। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এখানে মসজিদ মাহমুদের নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। ২০১৪ সালে ১২ই এপ্রিল, হুযুর আনোয়ার (আই.)এর প্রতিনিধি মাননীয় আব্দুল মাজেদ তাহের সাহেব মসজিদ মাহমুদের গোড়াপত্তন করেন।

দীর্ঘ ১১ বছরের অপেক্ষার পর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে পুনরায় আমাদের প্রিয় হুযুর আমাদের মধ্যে আছেন। তিনি আজকে মাহমুদ মসজিদের উদ্বোধন করেছেন। এইরূপে সেই ঐশী ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার লক্ষণ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে চলেছে, যাতে বলা হয়েছে যে, ইসলামের সূর্য পশ্চিম থেকে উদিত হবে।

এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর অনুমতি ক্রমে প্রশ্নোত্তর পর্ব আরম্ভ হয়।

এক বালিকা প্রশ্ন করে যে, ছোট বাচ্চাদের মাথা কামানো হয় কেন?

হুযুর আনোয়ার এর উত্তরে বলেন: এটি সুন্নত। শিশুর জন্মের পর আকিকা করা হয়, মেয়ের জন্য জন্য একটি ছাগল এবং ছেলের জন্য দুটি ছাগল জবেহ করা হয়। এটি সদকা নয়, আপনি নিজেও খেতে পারেন। চুল কামানোর পর চুলের ওজনের সমান রৌপ্য সদকা হিসেবে দিতে হয়। শিশুর আয়ু, স্বাস্থ্য এবং জীবন বরকতময় হওয়ার জন্য আকিকা করা হয়। আঁ হযরত (সা.) আমাদেরকে দেখিয়েছেন যে, এটি কিভাবে করতে হয়। এই কারণে আমরা করে থাকি।

এক বালিকা প্রশ্ন করে যে, এটি কি সত্যকথা যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করে রেখেছেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন: প্রথম থেকেই জোড়া জোড়া তৈরী করা হয় কি না জানা নেই। অনেকের জোড়া তৈরী হয়ে থাকে পরে বিচ্ছেদও হয়ে থাকে। কারো সম্পর্ক তৈরী হয়ে গেলে বলা হয় যে, এদের জোড়া আল্লাহ্ তা'লা তৈরী করে রেখেছিলেন। একথা বয়স্কা মহিলারা বলে থাকেন। আসল কথা হল, আল্লাহ্ তা'লা অবগত আছেন যে, অমুক অমুক জোড়া তৈরী হবে, অমুকের অমুকের বিবাহ বন্ধন রচিত হবে। অনেক সময় আবার বিচ্ছেদও ঘটে।

একমাত্র আল্লাহ্‌ই জানেন যে, কোন জোড়া সঠিক। হযরত যায়েদ (রা.)-এর বিবাহ আঁ হযরত (সা.)-এর এক তুতো বোনের সঙ্গে হয়েছিল। তিনি (সা.) নিজেই এই বিবাহ দিয়েছিলেন। কিন্তু এই বিবাহ টিকে থাকে নি, এমনকি তালাকও হয়ে যায়। এরপর আঁ হযরত (সা.)-এর সঙ্গে তার বিবাহ হয়। তাঁর পুণ্যকর্মসমূহ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা অবগত ছিলেন। তাঁর পুণ্যের কারণে তিনি মহানবী (সা.)-এর স্ত্রীর মর্যাদা লাভ করেছিলেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অবশ্যই দোয়া করতে হবে। কেননা, আল্লাহ্ অদৃশ্যের জ্ঞান রাখেন। তিনি জানেন যে, কার সঙ্গে কার সঠিক মেলবন্ধন হবে। এই কারণে দোয়ার মাধ্যমে চেষ্টা করা উচিত। আর ইসতেখারার মাধ্যমে দোয়া করলে উত্তরও আসবে, এমনটি জরুরী নয়। ইসতেখারার অর্থ হল আল্লাহ্‌র তা'লার কাছে মঙ্গল প্রার্থনা করা, আল্লাহ তা'লার কাছে যদি মঙ্গলজনক হয় তবে এমনটি হোক। অনেক সময় দোয়ায় কোন ত্রুটি থেকে যায় যার ফলে পরবর্তীতে সমস্যা তৈরী হয়। এই কারণে আল্লাহ্ তা'লা অবগত থাকেন যে কার কার জোড়া তৈরী হবে, কিন্তু মানবীয় ত্রুটির কারণে অনেক সময় সমস্যাও তৈরী হয়।

এক বালিকা প্রশ্ন করে যে, আমি ওয়াকফে নও স্কীমের অন্তর্ভুক্ত নই, কিন্তু আমার মন চাই। আমি আফ্রিকা গিয়ে কিভাবে খিদমত করতে পারি?

হুযুর আনোয়ার বলেন, ওয়াকফে নও-এর অন্তর্ভুক্ত নও। আমি কি করতে পারি? তোমার মা-বাবাকে জিজ্ঞাসা কর যে, কেন তোমাকে তারা ওয়াকফ করেন নি। এখন যদি ওয়াকফ করতে চাও তবে কিছু হয়ে দেখাও। শিক্ষিকা বা চিকিৎসক হয়ে আফ্রিকায় গিয়ে জামাতের খিদমত করবে। এখন তো আর ওয়াকফে নও হতে পারবে না। ওয়াকফে নও-

এর অর্থ হল জন্মের পূর্বে মা-বাবার দ্বারা ওয়াফ করা। এখন বড়ে হয়ে পড়ালেখা করে কোন যোগ্যতা অর্জন কর, ডাক্তার হও। তারপর নিজেকে ওয়াকফ করো।

এক বালিকা প্রশ্ন করে যে, শিয়া সম্প্রদায়ের মানুষ যে 'নোহা' (শোক-গীতি) করে থাকে আমরা কি সেটি শুনতে পারি?

হুযুর আনোয়ার বলেন: এমনিতে যদি কোন শিয়া নোহা পাঠ করে বা টিভির অনুষ্ঠানে পাঠ করতে দেখা যায় তবে তা শোনা কোন পাপ নয়। কিন্তু তাদের মত অঙ্গভঙ্গি করা নিষেধ। কান্নকাটি করা, মাথা চাপড়ানো নিষেধ। আর খুব বেশি এগুলি শুনবে না। এগুলি ছাড়াও তো আরও ভাল ভাল নযম আছে, কাসিদা, নাত রয়েছে-সেগুলি শুনবে। খুব বেশি গাম্ভীর্যপূর্ণ নযমের প্রতি ঝোঁক থাকলে সেগুলি শুনতে পার।

একথা শুনে সেই বালিকা বলল, আমাকে সকলে নিষেধ করে। সবাই বলে এগুলি শুনবে না। যদি তুমি শিয়াদের 'নোহা' শোন, তবে আপনার কাছে বলে দিবে। এই কারণে চিন্তা করলাম আমি নিজেই জিজ্ঞাসা করে নিই। হুযুর বলেন, যখন নালিশ করবে তখন আমি নিজেই দেখে নিব। যদি শিয়াদের মত মাথা না চাপড়াও, তবে কেবল শুনলে কোন অসুবিধা নেই। তাদের বেশ কিছু সুন্দর কবিতা রয়েছে। 'ভাইয়া কো না পায়েগি তো ঘাবরায়েগি জয়নব'। এটি ছাড়াও এই ধরণের আরও সুন্দর সুন্দর কবিতা শুনতে অসুবিধা কি?

এক বালিকা প্রশ্ন করে যে, আপনি খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর সর্বপ্রথম কি দোয়া করেছিলেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করেছিলম যে, আমার কোন জ্ঞান নেই, আমার কাজ তুমিই করতে থেক।

এক বালিকা প্রশ্ন করে যে, যেদিন পৃথিবীতে আহমদীয়াতের বিজয় হবে, সেদিন কি গোটা পৃথিবীতে শান্তি বিরাজ করবে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: বিজয়ের অর্থ হল অনেক বড় সংখ্যক আহমদীয়াত গ্রহণ করবে। কিন্তু খৃষ্টধর্মও প্রতিষ্ঠিত থাকবে, ইহুদীদের ধর্মও প্রতিষ্ঠিত থাকবে। সুরা ফাতেহার দোয়া 'গায়রিল মাগযুবে আলাইহিম ওয়ালায যাল্লিন' আমরা পাঠ করি। বিপথগামী মুসলমানেরাও হয়তো থেকে যাবে আর অন্যান্য ধর্মগুলিও টিকে থাকবে। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ আহমদীদের হবে। সেই সময় সার্বজনীন শান্তি বিরাজ করবে। কিন্তু কিয়ামত সংঘটিত হলে পৃথিবীর রূপ পাল্টে যাবে। শেষমেশ ক্ষতির দিকটিই উঠে আসবে। তখন কিয়ামত সেই সমস্ত মানুষের উপর আপতিত হবে যারা ভ্রষ্ট। শান্তি হবে, ইনশাআল্লাহ॥ সবার আগে আহমদীয়াতের মধ্যে, নিজেদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত কর।

এক বালিকা প্রশ্ন করে যে, যুবক শ্রেণী, এমনকি সুইডিশ যুবকরাও উগ্রবাদের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। আমরা আহমদীরা তাদেরকে কিভাবে প্রতিহত করতে পারি?

হুযুর বলেন: তাদেরকে বল যে, যখন কারো অধিকার দেওয়া হয় না তখন নিরাশা তৈরী হবে। মানুষের অধিকার প্রদান করা উচিত। ২০০৮ সালের আর্থিক মন্দার পূর্বে এরা উগ্রবাদী ছিল না। এই সংকটের পরই এমন প্রবণতা তৈরী হয়েছে। যখন মানুষের আর্থিক চাহিদাবলী পূর্ণ হবে না, তখন এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। নিরাশা জন্ম নেয়, উগ্রবাদী সংগঠনগুলি যে বিষয়ের সুযোগ লাভ করেছে আর তারা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা বাড়িয়ে দিয়েছে। এদের মধ্যে কিছু মুসলমান হয়েছে আর তারা এই সব উগ্রবাদীদের সংগঠন বা দায়েশে গিয়ে যোগ দিয়েছে। এর সমাধান হল এদেরকে বোঝানো, একথাই আমি বার বার বলে থাকি। তোমরা লিটেরেচার নিয়ে তাদেরকে বল যে, শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করাতেই কল্যাণ রয়েছে। যারা ইসলাম গ্রহণ করার পর এই সব দলে যোগ দিয়েছে তারা ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানে না। তাদেরকে পথ দেখানোর মত নেই। আহমদীদের মধ্যে কেউ এতে যোগ দেয় না। কেউ যদিও যায় তবে সে হয়তো আহমদীয়াত থেকে দূরে সরে গিয়ে এমন পদক্ষেপ করেছে, আহমদীয়াতের মধ্যে থেকে নয়। আহমদীয়াতের মধ্যে সব সময় যুবকদেরকে সঠিক পথের দিকে নির্দেশনা দেওয়া হয়ে থাকে। মোল্লারা নিজেদের স্বার্থে ইসলামের শিক্ষাকে বিকৃত করেছে। তাদেরকে সঠিক শিক্ষা সম্পর্কে বলতে হবে। আমি এই কাজই করছি। হুযুর বলেন, বিভিন্ন পার্লামেন্টে আমি যে ভাষণ দিয়েছি সেগুলি কি পড়? সেগুলি অন্যদেরকেও পড়ার জন্য দিবে।

এক বালিকা প্রশ্ন করে যে, সে ডাক্তার হওয়ার বাসনা রাখে। হুযুর বলেন, হয়ে যাও, কে নিষেধ করছে? পড়াশোনা কর, আমার এতে কোন আপত্তি নেই।

এক লাজনা বলে, এখানে আমি শিক্ষকতা করছি। একটি কলেজে সে শিক্ষকতা করে। সে জানতে চায় যে তাকে কি আফ্রিকা পাঠানো যেতে পারে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: তুমি কি বিবাহিতা? সে উত্তর দেয়, না। কিন্তু আফ্রিকায় খিদমত করার আমার প্রবল আগ্রহ। হুযুর বলেন: একথা লিখিতভাবে দাও। যদি কোন ওয়াকফে যিন্দগীর সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায় তবে বেশি ভাল। হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন, তোমার কি বিয়ের বয়স হয়েছে? সে উত্তর দেয়, আজ্ঞে হ্যাঁ। হুযুর বলেন, প্রথমে বিয়ে কর তারপর চলে যেও।

এক লাজনা প্রশ্ন করে যে, সব থেকে বেশি আনন্দ এবং দুঃখ আপনার কোন ঘটনায় হয়েছে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: এ নিয়ে আর কি বলব, দোয়া কর যেন, কেবল আনন্দই লাভ করতে থাকি।

এক নাসেরা প্রশ্ন করে যে, হযরত মহম্মদ (সা.)-এর খলীফাগণের নামের পরে রাজিআল্লাহ্ আনহু যোগ করা হয়। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর প্রথম দুই খলীফার নামের সঙ্গেও রাজিআল্লাহ্ আনহু যুক্ত হয়, কিন্তু, তৃতীয় ও চতুর্থ খলীফার নামের পর রাহেমাহুল্লাহ্ যুক্ত হয়। এর কারণ কি?

হুযুর বলেন, যারা সাহাবা হন, নবীর জীবদ্দশায় তাঁকে মান্যকারী হন, নবীর সহচার্য লাভ করেন, তাঁর হাতে বয়আত করেন,মৃতুর পর তাদের নামের সঙ্গে আমরা রাজিআল্লাহু আনহু যোগ করি। আর নবীর পরে আগমণকারীদের নামে সঙ্গে আমরা রহমাহুল্লাহু যোগ করি। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা তাঁদের উপর কৃপা বর্ষণ করুন। এমনিতে রাজিআল্লাহ্ আনহুর অর্থ হল আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। এতে কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্য কেবল নবীর জীবদ্দশায় মান্য করা এবং পরে মান্য করার বিষয়ে। এটি একটি পদ্ধতি। এমনিতে সৌদির রাজপুত্রদের মৃত্যুর পর তাদের নামের সঙ্গেও রাজিআল্লাহ্ আনহু যোগ করা হয়।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর অন্য দুই খলীফা সাহাবী ছিলেন না। তাঁরা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) দেখেন নি। সেই কারণে তাঁদের নামের সঙ্গে রহমাহুল্লাহু যোগ করা হয়। এটি একটি রীতি হিসেবে চলে আসছে। যদি রাজিআল্লাহ্ আনহু বলা হয় তাতে অসুবিধার কিছু নেই। কুরআন করীমও সাহাবাদের জন্য রাজিআল্লাহু আনহু' শব্দবন্ধন ব্যবহার করেছে। এই কারণে তাঁদের নামের সঙ্গে রাজিআল্লাহু আনহু যোগ করা হয়। নবীকে তাঁরা দেখেছেন, তাঁর সহচার্যে থেকেছেন।

এক লাজনা প্রশ্ন করে যে, আপনি যখন পাকিস্তান যাওয়ার অনুমতি পাবেন তখন আপনি রাবোয়াতে কেন্দ্র স্থাপন করবেন নাকি লন্ডনে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমাকে কেউ বাধা দিয়ে রাখে নি। অনুমতি তো এখনও রয়েছে। কিন্তু সেখানে গেলে না পারব খুতবা দিতে, না পারব নামায পড়াতে আর না নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দিতে। এমন পরিস্থিতিতে সেখানে গিয়ে আমি কি করব? পাকিস্তানের আইনের উদ্দেশ্য হল খলীফার হাত বেঁধে ফেলা যাতে সে কিছু করতে না পারে। এই জন্য সেখানে আমি যাই না। তবে একথা বল যে, যখন পাকিস্তানের পরিস্থিতি ভাল হবে, খলীফা সেখানে যেতে পারবে, স্বাধীনভাবে নিজের দায়িত্বাবলী পালন করতে পারবে তখন অবশ্যই যাবে। রাবওয়া কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত আছে, কাদিয়ানেরও বিশিষ্ট মর্যাদা রয়েছে। হতে পারে খলীফা সেখানে যাবেন। কিন্তু বর্তমানে ইউরোপে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা রয়েছে সেগুলি যখন কাদিয়ান বা রাবওয়াতে পাওয়া যাবে তখন সেখানে অবশ্যই যাবে। সাধারণত একবার হিজরত হওয়ার পর সেই হিজরতই বজায় থাকে। সেই সময় যে খলীফা হবে সে পর্যাচলোনা করে দেখবে যে, কয়েক মাসের জন্যই সেখানে থাকবে। সময় এলে দেখা যাবে।

এক লাজনা প্রশ্ন করে যে, আল্লাহ্ তা'লা প্রতিটি বস্তু মানুষের উপকারের জন্য সৃষ্টি করেছেন। শুকর সৃষ্টির মধ্যে কি উপকারিতা রয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, তাকেও উপকারের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আমরা সে সম্পর্কে জানি না। সে বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লা উত্তম জানেন। এর অনেক বস্তু মেডিক্যাল রিসার্চে কাজে আসতে পারে। বর্তমানে গবেষণার ক্ষেত্রে শুকরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রয়োগ করা হচ্ছে। হুযুর আনোয়ার বলেন, তুমি সাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে না। শুকর ভক্ষণ করা তার কর্মকাণ্ড ও স্বভাবের কারণে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। প্রত্যেক জীবের ভিন্ন বৈশিষ্ট্যাবলী রয়েছে। শুকরের হৃৎপিণ্ড নিয়ে গবেষণা করা হচ্ছে। হুযুর বলেন, ইন্টারনেট থেকে এই তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। ওয়াকফাতে নওদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ারের এই ক্লাস ৯:৩০টায় সমাপ্ত হয়।

১৪ই মে, ২০১৬

আজ দুপুরে মাহমুদ মসজিদ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে মসজিদের একটি হলঘরে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে বেশ কিছু সংখ্যক স্থানীয় সুইডিশদের আমন্ত্রিত করা হয়েছিল।

আজকের এই অনুষ্ঠানে ১৪০জন সুইডিশ অতিথি উপস্থিত ছিলেন। এদের মধ্যে কেন্ট এন্ডারসন (মালমো সিটির মেয়র), মি. জোনাস ওটারব্যাক (লুন্ড ইউনিভার্সিটির প্রফেসর), ক্যাটারিনা কিনভ্যাল (রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রফেসর), হিলেভি লারসন (সাংসদ), স্টিফান সিনেটাস (মালমো সিটির পুলিস কর্তা), সুইডিশ চার্চের প্রতিনিধি এন্ডারস একহেম, মি. রিকার্ড লেজারভ্যাল, লুন্ড ইউনিভার্সিটির প্রফেসর মি. জোনাস অলওয়াল, মালমো ইউনিভার্সিটিতে ধর্মতত্ত্ববিদ্যার প্রফেসর মুজু হ্যালিলোভিক, সমাজ বিজ্ঞানের প্রফেসর এবং ডেপুটি মেয়র (মালমো সিটি) টর্বজর্ন টেনহ্যামার ও প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও ছিলেন ডাক্তার, শিক্ষক, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল এবং বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষ।

হুযুর আনোয়ারের আগমণের পূর্বে সমস্ত অতিথিরা নিজেদের আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। এই সমস্ত অতিথিরা ছাড়া বিভিন্ন দেশ থেকে আগত জামাতের পদাধিকারী ও অতিথিবৃন্দও এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

প্রোগ্রাম অনুযায়ী সকাল ১১টায় হুযুর আনোয়ার (আই.) অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে আসেন।

অতিথিদের ভাষণ

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় কুরআন করীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে। তিলাওয়াত করেন যুক্তরাজ্যের জামেয়ার ছাত্র মুসহিব রশীদ সাহেব। আর মালমো জামাতের সদর মাননীয় মহম্মদ দাউদ খান সাহেব এর ইংরেজি অনুবাদ উপস্থাপন করেন। এরপর সুইডেনের আমীর মাননীয় মামুন রশীদ সাহেব অভ্যর্থনা ভাষণ উপস্থাপন করেন।

এরপর অতিথি বক্তা মিস্ট কেন্ট এন্ডারসন (মালমো সিটির মেয়র) এবং প্রফেসর জোনাস ওটারব্যাক ক্রমান্বয়ে নিজেদের ভাষণ উপস্থাপন করেন।

তিনি ভাষণে বলেন: আমি হুযুর আনোয়ার, জামাত আহমদীয়া মালমো এবং সকল সম্মানীয় অতিথিদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আজ এবং কালকের দিনটি মালমোর জন্য অত্যন্ত স্মরণীয় ছিল। এই মসজিদের উদ্বোধনের মাধ্যমে কয়েকটি জিনিসের অবসান হয়েছে অপরদিকে কয়েকটি জিনিসের সূচনাও হয়েছে। অবসান হয়েছে এই দৃষ্টিকোণ থেকে যে, মসজিদ নির্মাণের মাধ্যমে সমাজে ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্ন আজ পূর্ণ হল আর অক্লান্ত পরিশ্রমের এক দীর্ঘ সফরের অবসান হল, যার সাক্ষী আমি নিজেও। অপরদিকে সূচনা হল এই দৃষ্টিকোণ থেকে যে, এই মসজিদটি নির্মাণের সঙ্গেই যথারীতি শুরু হল জামাত আহমদীয়া মালমোর পথ চলা। এই নতুন মসজিদের মাধ্যমে জামাত আহমদীয়া সেই সব কাজও করতে পারবে যা পুরনো জায়গায় করতে পারত না। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এই মসজিদটির নির্মাণ আপনাদের জন্য এক বিরাট পরিবর্তন।

ভদ্রলোক বলেন: পরিবর্তনের কথা যখন এল, আমি আপনাদেরকে বিগত বছর গুলিতে বা বিগত দশকগুলিতে মালমোর অভ্যন্তরে সংঘটিত হয়ে চলা পরিবর্তন সম্পর্কেও সংক্ষেপে বলে দিই। মালমো একটি ঐতিহ্যশালী শিল্প শহর থেকে সম্পূর্ণরূপে এক বানিজ্যিক শহরে রূপান্তরিত হয়েছে, যেখানে বড় বড় কল-কারখানার স্থান দখল করেছে ছোট থেকে মাঝারি আকারের বানিজ্য। এর থেকে বোঝা যায় যে, সমাজের ব্যবসায়িক গতিবিধি পাল্টে গেছে। আজ থেকে ৩০/৩৫ বছর পূর্বে এখানে ওয়েস্টার্ন হারবারে সামুদ্রিক জাহাজ তৈরীর কেবল একটি কোম্পানি ছিল যা পরিবেশকে দূষিত করে তুলছিল। কিন্তু আজ ওয়েস্টার্ন হারবার পৃথিবীর সব থেকে বেশি স্থিতিশীল ও শক্তিশালী শহর হিসেবে গণ্য হয় যা সামুদ্রিক জাহাজ প্রস্তুতকারক কোম্পানিগুলির তুলনায় অনেক বেশি কর্ম সংস্থান করে। বর্তমানে এখানে ২০০টিরও বেশি বিভিন্ন কোম্পানি রয়েছে। এছাড়াও জনতত্ত্বের ভিত্তিতেও এখানে বিরাট পরিবর্তন এসেছে। বিগত দশকে মালমোতে ৯৬ শতাংশ স্থানীয় অধিবাসী ছিল। অবশিষ্ট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধ শতাংশ ছিল স্ক্যান্ডেনেভিয়ান দেশের মানুষের। অর্থাৎ মালমোতে প্রায় একটিই জাতির বাস ছিল। কিন্তু বর্তমানে এই শহরে বিভিন্ন সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ধর্মের মানুষ বসবাস করে। আজ এই শহরের অধিবাসীদের এক-তৃতীয়াংশই মালমোর বাইরে জন্ম গ্রহণ করেছে। আদমশুমারী অনুসারে তাদের মধ্যে চল্লিশ শতাংশ এমন যারা ভিনদেশী। মালমোতে বর্তমানে অনুর্ধ-১৯ বয়সী কিশোরদের পঞ্চাশ শতাংশেরও বেশি সুইডিশ ছাড়া অন্যান্য ভাষাও জানে আর তাদের মাতা-পিতা বা তাদের মধ্যে একজন সুইডিশ নন। এইরূপে মালমোতে ১৭৯ জাতির মানুষ বসবাস করে যাদের মধ্যে মূলধারার জাতি থেকে গৌণ জাতির মানুষও রয়েছে। আর তাদের ভাষা অবশিষ্ট পৃথিবীর প্রতিনিধিত্ব করে। এই শহরটি এত সব পরিবর্তন দেখেছে। শহরের বেশ কিছু সমস্যাও রয়েছে। নিঃসন্দেহে আমাদের সকলকে মালমোর পরিবেশ, সমাজিক ব্যবস্থা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে দৃঢ়তার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। এবং সর্বোপরি সমাজের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং অপরের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ প্রতিহত করা আবশ্যক। মানসিক প্রশান্তি এবং এই শহর এবং সমাজের শান্তির জন্য আমাদেরকে ন্যায়পরায়ণতা ও নিরপেক্ষ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে মানবাধিকার রক্ষা করতে হবে।

তিনি বলেন: আমি হযরত মির্যা মসরূর আহমদ সাহেব, ইমাম জামাত আহমদীয়ার শান্তি প্রচেষ্টা এবং তাঁর পৃথিবী ব্যাপি সফর সম্পর্কে অবগত। আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। তিনি এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে উদ্যম ও উদ্দীপনা দেখিয়েছেন তা আমাকে অত্যন্ত প্রভাবিত করেছে। আমি এও জানি যে, মসজিদের উদ্বোধনের এই ঐতিহাসিক মূহুর্তে জামাত আহমদীয়ার ইমাম সাহেবের উপস্থিতি কতটা তাৎপর্যপূর্ণ। এরজন্য আমি খলীফাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই।

এরপর লুন্ড ইউনিভার্সিটির এক প্রফেসর মিস্টার জনস আটারব্যাক নিজের ভাষনে বলেন: অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, আমি এখানে উপস্থিত হয়েছি এবং আরও একবার খলীফার সঙ্গে সাক্ষাত করার সুযোগ লাভ করছি, যাঁর সঙ্গে কিছু কাল পূর্বেই লন্ডনে আমি সাক্ষাত করেছি। আমি একটি মানবাধিকার রিপোর্টে অংশ গ্রহণ করেছিলাম যেটি ছিল পাকিস্তানে জামাত আহমদীয়ার বিরোধীতার বিষয়ে। এর নাম ছিল A beleguered community on the rising persecution of the Ahmadiyya Community

আমি যখন পাকিস্তানের রাবওয়া যাই, তখন যে বিষয়টি সব থেকে আমার চোখে পড়েছে সেটি হল সেই শহরের অবরোধ। আমার মতে এই শহরকে বাহ্যিকভাবে অবরোধ করা হয় নি, বরং মনঃস্তাত্ত্বিকভাবে অবরোধ করা হয়েছিল। কাঁটা-তার এবং নিরাপত্তারক্ষীদের মাধ্যমে এই অবরোধ ছিল সেই সমস্ত প্রভাবশালী মোল্লাদের সম্ভাব্য আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য, যারা প্রায় এই শহরের আশেপাশে ঘুরে বেড়ায় আর অনবরত আহমদীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক প্রচার করে। এখানেই শেষ নয়, এটি আইনি অবরোধও ছিল যার মাধ্যমে প্রত্যহ আহমদীদেরকে উত্যক্ত করা হয় আর সরকার এবং প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান, পুলিস, মিডিয়া এবং রাজনেতারাই অপরাধ করছে, যাদের কিনা সংখ্যলঘু হিসেবে আহমদীদের নিরাপত্তা প্রদান করা উচিত। আহমদীদের বিরুদ্ধে 'খাতমে নবুয়তে'র উগ্র আন্দোলন কেবল পাকিস্তানেই হচ্ছে না, বরং দক্ষিণ এশিয়া, মধ্য-প্রাচ্য এবং যুক্তরাজ্যের মত দেশেও হচ্ছে। আর এই সমস্ত দেশে এরা আহমদীদের উপর হওয়া আক্রমণের পৃষ্ঠপোষকতা করছে। অতএব আজ আমি একথাই বলব যে, জামাত আহমদীয়া সব সময় উগ্রবাদ এবং এর থেকে উদ্ভুত যাবতীয় কুপ্রভাবের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, তার সম্পর্ক ইউরোপের দক্ষিণপন্থী দলগুলি হোক কিম্বা সেই সকল উগ্রপন্থীদের সঙ্গে যারা ইউরোপের যুবক শ্রেণীকে ইসলামের নামে বিপথে চালিত করে তাদের তারা ঘৃণ্য কাজ করাচ্ছে। অতএব ইউরোপে এবং পৃথিবীর অন্যান্য মহাদেশে স্কুল, সমাজ, আইন এবং রাজনীতির ময়দান সহ সকল স্তরে উগ্রপন্থার বিরুদ্ধে লড়াই করা আমাদের জন্য একান্ত জরুরী এবং এমন এক সমাজের জন্য কাজ করা আবশ্যক যা নিজের মধ্যে সব ধরণের মানুষকে সমাবিষ্ট রাখতে পারে। আমাদের উচিত তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা যারা দেশের সীমা বন্ধ করে দিতে চায় এবং বিদ্বেষ ও কলহ ছড়াতে চায়। অতএব, 'ভালবাসা সকলের তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে' -এই বাণীটি গণতন্ত্রের বাণী, শিক্ষার প্রসারের বাণী, ন্যায়পরায়ণতা এবং নিরপেক্ষতার বাণী এবং ধর্মীয় ও অধর্মীয় স্বাধীনতার সুযোগ তৈরী করার বাণী। সবশেষে আমি আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

অতিথিদের ভাষণের এই অধিবেশন ১১:৪০টায় সমাপ্ত হয়।

এর পর হুযুর আনোয়ার (আই.) ভাষণ প্রদান করেন।

(মালমো মসজিদ উদ্বোধনকালে হুযুর আনোয়ারের ভাষণ ২৪ শে এপ্রিল, ২০১৬ তারিখের বদরে প্রকাশিত হয়েছে।)

অতিথিদের প্রতিক্রিয়া

* মিসেস হিলেভি জনসন নামে এক ভদ্রমহিলা খৃষ্টান পাদ্রী যিনি হাসপাতালে কাজ করেন। তিনিও এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন।

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 3 Thursday, 19 Jul, 2018 Issue No.29

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

পরস্পর ভালবাসার সম্পর্ককে আরও মসৃণ করুন এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্যকে নিজের কথা ও কর্মের দ্বারা পূর্ণ করার সবসময় সর্বাত্মক চেষ্টা অব্যাহত রাখুন।

২৭ শে জানুয়ারী ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত নেপালের ৫ম জলসা সালনা উপলক্ষ্যে সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর বার্তা

জামাত আহমদীয়া নেপালের প্রিয় সদস্যগণ!

আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বরকাতুহু

আমি একথা জেনে বড় আনন্দিত হলাম যে, আপনারা নিজেদের বাৎসরিক জলসা আয়োজন করার তৌফিক লাভ করছেন। আল্লাহ্ তা'লা এই জলসাকে সার্বিকভাবে সাফল্যমণ্ডিত করুন এবং সমস্ত অংশগ্রহণকারীদের উপর এর পুণ্যময় প্রভাব ফেলুন। আমীন।

এই উপলক্ষ্যে আমাকে বার্তা পাঠানোর অনুরোধ করা হয়েছে। আমি আপনাদের সামনে কয়েকটি উপদেশ দিতে চাই। আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান যে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে যুগের ইমাম হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে গ্রহণ করার তৌফিক দান করেছেন। তিনি (আ.) নিজের জামাতকে বিভিন্ন সময় যে শিক্ষাবলী দান করেছেন সেগুলির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হল নিজ অনুসারীদেরকে পরস্পর প্রেম-প্রীতি ও সৌহার্দ্যতার সঙ্গে বসবাসের শিক্ষা। তিনি নিজের অনুচরদের জন্য মূর্তিমান হিতৈষী সত্ত্বা ছিলেন, এটিই ছিল তাঁর নিজের কর্মবিধিও। তিনি তাদেরকে ঈমান দৃঢ় করার শিক্ষা দিতেন। নামায এবং যাবতীয় ইসলামী নির্দেশাবলীর বিষয়ে নিয়মানুবর্তিতা পালনের উপদেশ দিতেন এবং তাদের আধ্যাত্মিকভাবে প্রতিপালন করতেন। তাদের জন্য দোয়া করতেন। তাদের সঙ্গে অত্যন্ত ভালবাসা ও স্নেহপূর্ণ আচরণ করতেন, তাদের আবেগ-অনুভূতির প্রতি যত্নবান থাকতেন, নিজের হাতে তাদের আতিথেয়তা করতেন, তাদের সুখ-দুঃখের ভাগিদার হতেন, রোগ-ব্যাধির চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেন। তিনি তাদের হাতে ধর্ম সেবা বিষয়ক কাজ সোপর্দ করতেন। তাদের প্রতি ক্ষমাসুলভ আচরণ করতেন। তাদেরকে উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী অবলম্বন করার এবং অসৎ গুণাবলী থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিতেন। তাদেরকে সর্বত্র শান্তি ও ভালবাসা সহকারে জীবন অতিবাহিত করার এবং ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ববোধ প্রদর্শনের উপদেশ দিতেন। তিনি নিজের রচনা 'কিশতিয়ে নূহ' পুস্তকে বলেন-

" যদি তোমরা চাও আকাশে খোদা তোমার উপর সন্তুষ্ট হোন, তবে তোমরা পরস্পর এমন হয়ে যাও যেন একই মায়ের গর্ভজাত দুই ভাই। "

(রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃষ্ঠা: ১২-১৩)

অনুরূপভাবে তিনি প্রাথমিক যুগে বয়আত গ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে এই উপদেশ দান করেন-

' প্রত্যেক ব্যক্তি যেন নিজের ভাইয়ের সঙ্গে পরম ভালবাসা ও সহানুভুতিপূর্ণ আচরণ করে এবং নিজ ভাইয়ের অধিক তাকে মূল্য দেয়, তাদের সঙ্গে শীঘ্র মীমাংসা করে নেয়, আন্তরিক বিবাদ দূর করে স্বচ্ছ হৃদয় হয়ে যায় এবং অন্তরে যেন বিন্দুমাত্র বিদ্বেষ ও হিংসা লালন না করে।'

(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৯৬)

তিনি নিজের আগমণের উদ্দেশ্যও বিভিন্ন সময়ে বর্ণনা করেছেন। 'কিতাবুল বারিয়া' পুস্তকে তিনি বলেন-

' আমি এজন্য প্রেরিত হয়েছি যেন ঈমানসমূহকে শক্তিদান করি আর মানুষের নিকট খোদা তা'লার অস্তিত্ব প্রমাণ করে দেখাই। কেননা প্রত্যেক জাতির ঈমানী অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং পরকাল কেবল এক অলীক কাহিনী হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রত্যেক মানুষের কর্মগত অবস্থা বলে দিচ্ছে যে, সে এই জগত ও জগতের প্রভাব-প্রতিপত্তির উপর যেরূপ দৃঢ় বিশ্বাস রাখে এবং পার্থিব উপার্জন ও কলাকৌশলের উপর আস্থা রাখে, সেই পর্যায়ের আস্থা খোদা তা'লা এবং পরকালের উপর তার কখনওই নেই। তার মৌখিক দাবিসমূহের অন্ত নেই, কিন্তু অন্তরকে জগতের মোহ আচ্ছন্ন করে রেখেছে।' (রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৩, পৃষ্ঠা: ২৯১-২৯২)

অতএব হযরত মসীহ মওউদ (আ. আমাদেরকে ঈমানের দৃঢ়তা, আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্কে উন্নতি, পরকালের উপর বিশ্বাস বৃদ্ধি, কর্মগত সংশোধন, ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দানকে নিজ আবির্ভাবের উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করেছেন এবং তাঁর অনুসারীদেরকে পরস্পর প্রেম-প্রীতি বৃদ্ধি করার উপদেশ দিয়েছেন। তাই তাঁকে গ্রহণ করা তখনই কাজে আসবে যখন আমরা সকলে এই মৌলিক উপদেশগুলি পালন করে নিজেদের নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার পরিচয় দিব। অতএব প্রত্যেকে আত্ম-বিশ্লেষণ করুন। পরস্পর ভালবাসার সম্পর্ককে আরও মসৃণ করুন এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্যকে নিজের কথা ও কর্মের দ্বারা পূর্ণ করার সবসময় সর্বাত্মক চেষ্টা অব্যাহত রাখুন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে এর তৌফিক দান করুন। আমীন।

ওয়াসসালাম
খাকসার
খলীফাতুল মসীহ আল খামিস

রিপোর্টের শেষাংশ.....

তিনি নিজের অভিমত জানিয়ে বলেন: হুযুর আনোয়ার তাঁর ভাষণে অত্যন্ত গুরুত্ব বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন। আমার মতে একথা একেবারে ঠিক যে, মালমোতে এবং ইউরোপে মানুষ মুসলমান এবং মসজিদ সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত। খলীফাতুল মসীহ শান্তি প্রসঙ্গে মানুষের দায়িত্বাবলী সম্পর্কে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কথা তুলে ধরেছেন। আমি খলীফার ভাষণকে অত্যন্ত সমীহের দৃষ্টিতে দেখি।

তিনি বলেন: খলীফা আমাদেরকে মসজিদের উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কে বলেছেন। আমি আশা করি অন্যদেরকেও এই সকল উদ্দেশ্যবলীর প্রতি অনুরক্ত করে তুলতে সফল হবেন। নিঃসন্দেহে তিনি আমাকে এর অনুরাগী বানিয়ে ফেলেছেন। মসজিদের উদ্দেশ্যাবলী বর্ণনা করা অত্যন্ত জরুরী ছিল। তাঁর প্রত্যেকটি শব্দ অর্থবহ এবং গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। এই বক্তব্য বর্তমান যুগ এবং এই দেশের জন্য অত্যন্ত জরুরী ছিল। খলীফা বার্তা দিয়েছেন যে, মানুষকে পরস্পরকে ভয় করা উচিত নয়, বরং পরস্পরকে বোঝা উচিত এবং পরস্পর মতবিনিময় করা উচিত।

ভদ্রমহিলা বলেন: সত্যিকার অর্থেই তাঁর বক্তব্য আমার অন্তরকে আলোড়িত করেছে। আমি অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছি, কেননা আমি আজ একজন মুসলমান নেতাকে কেবল শান্তির বিষয়ে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন ইসলাম হল মানবতার সেবার ধর্ম। তাঁর এই কথাগুলি অত্যন্ত প্রীতিপূর্ণ ছিল। এই কথা গুলি আমার মনে আশার সঞ্চার করেছে। আমি আশা করি, এই মসজিদের উদ্বোধন মালমোর জন্য গঠনমূলক ভূমিকা পালন করবে। আমার মতে বিভিন্ন চিন্তাধারা এবং ধর্মের মানুষের একস্থানে একত্রিত হওয়া অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। তাঁর বক্তব্যের সর্বোৎকৃষ্ট অংশে তিনি বলেন, মানবতাকে তাদের স্রষ্টাকে চিনতে হবে এবং খোদার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে। আমারও একই দৃষ্টিভঙ্গি। এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করা আমার জন্য বড়ই সম্মানের বিষয় ছিল। (ক্রমশঃ.....)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir.